বিজ্ঞাপন।

আমেরিকাদেশীয় সুবিচক্ষণ চিকিৎসক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থকার ডাক্তার এলভিন ই স্মল এ, এম, এম ডি Decline of manhood নামে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মনুষ্য যে যে কারণে অকালে পুরুষত্বহীন হইয়া নিদারুণ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়, তাহার সমুদায় কারণ পুস্তকখানিতে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। ভ্রান্ত বালকেরা কুৎসিত অভ্যাস শিখিয়া যেরূপে অস্বাস্থ্যের বীজ বপন করে, নব প্রণয়ীরা বারাঙ্গনার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যেরূপে স্বহস্তেই আপনাদের সর্ব্বনাশ করে, এই সমস্ত বিবরণ ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনার পরিণামে যে শুক্রমেহাদি রোগের উৎপত্তি হইয়া শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়, সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই, অধিকন্তু, রোগের বিবরণ লিখিয়াই তিনি বিরত নহেন; সর্ব্ববিধ রোগের যথোপযুক্ত চিকিৎসাও লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম, পরিচ্ছেদ উপক্রমণিকা। ২য়, মূত্রনালীর প্রদাহ ও উত্তেজনা জন্য শুক্রমেহ। ৩য়, হস্তমৈথুন। ৪র্থ, হস্তমৈথুন-পরিহারের উপায় এবং তজ্জনিত রোগের চিকিৎসা। ৫ম, স্বপ্নদোষ। ৬ষ্ঠ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনা এবং শুক্রমেহের অন্যান্য কারণ। ৭ম, অশ্মরী ও কৃমিজন্য শুক্রমেহ। ৮ম, বিবাহিত অবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস। ৯ম, অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনের পরিণাম। ১০ম, সর্ব্বাঙ্গদোষক শুক্রমেহ। ১১শ, শ্বাস যন্ত্র, হৃদয় ও অন্যান্য স্থানের উপর শুক্রমেহের কার্য্য। ১২শ, ধ্বজহীনের বিবাহ সুখকর নহে। ১৩শ, ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা। ১৪শ, রোগ-চিকিৎসা। ১৫শ, পুরুষত্ব-হীনতায় তাড়িতের কার্য্য।

উল্লিখিত পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ, গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে আপনার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অসামান্য চিকিৎসানৈপুণ্য এবং লোক-ব্যাপারের অলৌকিক অভিজ্ঞতা সকলই দেখাইয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তি পাঠ মাত্রেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতাদৃশ গ্রন্থ, এতদ্দেশীয় লোকেরও সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে মনে করিয়া আমরা উহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও বিশদ করিতে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। জননেন্দ্রিয়-সংক্রান্ত রোগে অনেক রোগী লজ্জায় চিকিৎসকের নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন ; এই পুস্তক তাঁহাদের পরম বন্ধু হইবে, কারণ, তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে

নিজেই আপনাদের রোগের চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ইহা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, গৃহস্থ ও চিকিৎসক সকলেরই সমান প্রযোজনে আসিবে। যাহা হউক, যদি এতৎপাঠে দেশীয় লোকের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম, যত্ন ও চেষ্টা সকলই সার্থক হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই কার্য্যে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন ; অধিক কি, তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি কোন ক্রমেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। ইতি।

১০৯, মেছোবাজার রোড্
কলিকাতা, ১৯শে আষাঢ়
সন ১৩০৪ সাল।

অনুবাদক।

ধাতু-দৌর্ব্বল্য

তল্লক্ষণাদি ও চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা।

অনিচ্ছায় শুক্রক্ষরণ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ জননেন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যের এক প্রধান কারণ। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকদিগেরও নিদ্রাবস্থায় কখন কখন রেতঃস্খলন হয়, তাহাতে তাদৃশ আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাহাদের পুনঃপুনঃ ঐরূপ ঘটিলে, দৌর্ব্বল্য ও বিমর্ষতা ক্রমে ক্রমে দেখা যায় শরীরের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া পড়ে, তখন স্বাস্থ্য পুনঃ-স্থাপনের উপায় এবং চিকিৎসাদি একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব যাবৎ রোগাক্রমণ ও শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত না হয়, তাবৎ অসাধারণ বীর্য্যবান ও অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির অনিচ্ছায় রেতঃস্খলনকে স্বাস্থ্যের সংরক্ষক বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং স্বাভাবিক উপায়ে জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনাই অনিচ্ছাকৃত রেতঃস্খলন-নিবারণের সর্ব্বপ্রধান সাধন। জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যে শুক্রক্ষরণ হয়, উহা প্রতীকৃত না হইলে প্রথমতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে, ক্রমশঃ পুরুষত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। বহুবিধ কারণে মনোমধ্যে ঐরূপ উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে। উহাদের দূরীকরণ এবং দৌর্ব্বল্যনাশ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-জন্য উপযুক্ত ঔষধ-নির্বাচন উভয়ই অত্যন্ত চিন্তা-সাপেক্ষ। বিশেষ চেষ্টা দ্বারা কতকগুলি কারণের পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে গুলি মূত্রাশয়ের বিকৃতি-জন্য ঘটে, তাহাদের পরিহার এক প্রকার অসম্ভব, তবে বিচক্ষণ চিকিৎসকের গুণে ও উৎকৃষ্ট ঔষধ নির্ব্বাচনে যে সর্ব্ববিধ কারণই প্রতীকৃত হয় না, ইহা কখনই স্বীকার্য্য নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানাবিধ কারণেই শুক্রক্ষরণ হয়, তবে প্রভেদ এই যে স্ত্রী সহবাসাদিতে শুক্রক্ষরণ ইচ্ছাকৃত, এবং অন্যটী অনিচ্ছাকৃত; প্রথমটীতে তাদৃশ দৌর্ব্বল্য জন্মে না, দ্বিতীয়টী বিষম দৌর্ব্বল্যের উৎপাদক, উহাতে বীর্য্যাধার ও বীর্য্যবাহিনী নলী ক্রমে ক্রমে এত হীনবল হয়, যে স্বল্প উত্তেজনাতেই বীর্য্য স্থানচ্যুত হয়, এমন কি প্রস্রাব বা মলত্যাগের কুন্থনাদিতে অথবা স্ত্রীলোক-দর্শন-স্পর্শন-মাত্রেই অজ্ঞাতসারে বীর্য্যপাত হইয়া থাকে। ইহাকেই সাধারণতঃ শুক্রমেহ বলা যায়। বহুবিধ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বা হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক উপায়ে অনুচিত শুক্রক্ষয়ই শুক্রমেহের নিদান নহে। অন্যান্য নানা-

কারণেও এই রোগের উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক সময় প্রকৃত কারণ নির্ণীত না হওয়ায় রোগ-শান্তি অসাধ্য হইয়া পড়ে। রোগ-নিদান নির্ণীত হইলে নিরাময়তা নিতান্ত অসাধ্য থাকে না।

রোগের নিদান সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থিরীকৃত না হইলে চিকিৎসার ব্যাঘাত হয়, বিশেষতঃ শুক্রমেহ রোগের কারণ এত অধিক হইতে পারে যে, তাহাতে প্রকৃত কারণ নির্ণয়-জন্য চিকিৎসকের বিশিষ্ট অনুসন্ধানের নিতান্তই আবশ্যক। শরীর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জননেন্দ্রিয় বা মূত্রাশয় যন্ত্র সকলের উপর এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য প্রত্যঙ্গের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই বহুদর্শী চিকিৎসক সহজেই প্রকৃত-কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হন। কারণ, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যও যে, সময়ে সময়ে বার্য্যাধার পীড়িত হইয়া জননেন্দ্রিয়ের অল্লাধিক ব্যতিক্রম ঘটায়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? দুশ্চিকিৎস্য মেহরোগও যে অণ্ডকোষের উপর ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উৎপাদন করে, এ কথাই বা কে না জানে। ফলতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেই এইরূপ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

যাহা হউক, বীর্য্যদৌর্ব্বল্যের যে সমস্ত কারণ জন্য স্বপ্নদোষ এবং শুক্রমেহের উৎপত্তি হয়, অগ্রে আমারা সেই সেই কারণের নির্ণয় করিতেছি। ১ম, মূত্রনালীর প্রদাহ; ২য়, মূত্রনালীর সঙ্কোচ, ৩য়, সরলান্ত্র ও মলদ্বারের বেদনা; ৪র্থ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ৫ম, অর্শ ও ভগন্দর, ৬ষ্ঠ আন্ত্রিক কৃমি, ৭ম, মূত্রস্থলী-প্রদাহ, ৮ম, অশ্মরী, ৯ম, মেরুদণ্ডের বেদনা, ১০ম, ইন্দ্রিয়-চালনের আতিশয্য; ১১শ, হস্তমৈথুন, ১২শ, প্রষ্টেটাইটিস্, ১৩শ দুশ্চিন্তা।

বিশেষরূপে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির পর্য্যবেক্ষণ করিলেই আমরা প্রত্যেকের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। তখন কেবল মাত্র বাহ্যিক দুই একটী লক্ষণদৃষ্টে চিকিৎসায় যে কোন ফল দর্শে না, তাহাও আমাদের বুঝিতে বাকী থাকে না। সমস্ত কারণ গুলিরই জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কোনটী দোষগ্রস্ত হইলেই, তাহা হইতে স্থান বিশেষে রক্তসঞ্চার, রক্তা-ধিক্য, স্ফীততা, এবং অণ্ডকোষ ও রেতোগ্রন্থি, বীর্য্যাধার, মলদ্বার-বাহিনী শিরা প্রভৃতির রোগের সূত্রপাত হয়। ক্রমে পুরুষাঙ্গের উদ্দাম থামিয়া যায়; উহা একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, এবং বীর্য্যাণু-শূন্য তরল, বিবর্ণ শুক্র নিয়তই নির্গত হইতে থাকে। ঈদৃশী অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে, রোগের প্রকৃতি ও বৃদ্ধির কতকটা ভাব আমাদের অনুমানে আসিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মূত্রনালীর প্রদাহ ও উত্তেজনা জন্য শুক্রমেহ।

যে কারণেই হউক, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মূত্রনালীর প্রদাহ থাকিলে, প্রত্যঙ্গের সান্নিধ্য জন্য যে, কেবল মূত্রাশয়, মূত্রপিণ্ড ও জরায়ু দূষিত হয়, এরূপ নহে। উহাতে জননশক্তি পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া হস্তমৈথুন করায় অন্যান্য উপায়ে রেতঃস্খলন না হইলে, হস্তমৈথুনকারীরা পেন্সিল বা পেন্-

কলমের অগ্রভাগ পুরুষাঙ্গের মুখে প্রবেশ করাইয়া কখন কখন কার্য্য সাধন করে, ইহাতেও নানা অনিষ্টের সংঘটন হয়, এরূপ দ্রব্যের ক্ষুদ্র অংশ অনেক সময় বীর্য্যাধারে প্রত্যক্ষও করা গিয়াছে।

আঘাতাদি কারণেও অনেক সময় শুক্রমেহের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার শুক্রমেহের চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রেই উক্তরূপ অস্বাভাবিক দ্রব্য প্রয়োগ পরিত্যাজ্য। বেদনাযুক্ত মূত্রনালীতে পুনর্ব্বার কোনরূপ আঘাত না লাগে তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত। দিনের মধ্যে ২।৩ বার শীতল জলে পুরুষাঙ্গের সেক নিতান্ত আবশ্যক। ভিতরের ক্ষত এবং বেদনা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ এক এক ফোঁটা আর্ণিকা দিনের মধ্যে ২।৩ বার ব্যবহার্য্য। কারণের অপসারণে কার্য্যের অপসারণ হইবেই, এত প্রসিদ্ধ কথা। আর্ণিকাতে কোনরূপ উপকার না হইলে, শীতল জলে ক্যালাণ্ডুলা মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। এইরূপ স্থলে হেমামিলিস, এপোসিনাম, ইউপেটোরিয়াম, এবং সেনিসিউ ওরেন্স ৩ x ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

কখন কখন খাদ্য ও পানীয়ের দোষেও মূত্রনালীর উপর বিসদৃশ কার্য্য করিয়া প্রদাহ উৎপন্ন করে। অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবিত হইলেও তুল্য ফল দর্শাইয়া থাকে। জিন নামক মদ্য পানেও অনেক সময় অনিচ্ছায় শুক্র-স্খলনের সংঘটন হয়। শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইলেও উক্তরূপ কার্য্য দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক স্থানে যে সমস্ত কারণে এই কার্য্যের উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, যথাসাধ্য তত্তৎ-কারণ-পরিহারই কার্য্য-নিবারণের প্রধান উপায়। তাহাতেও রোগোপশম না হইলে, অবশেষে ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কোন রেশমের কুঠির একজন যুবা কর্ম্মচারীর সপ্তাহে অনেক-বার করিয়া স্বপ্নদোষ হইত। কিছুদিন এইরূপ হইলে পর, স্বাস্থ্যভঙ্গের উপক্রম দেখিয়া, তিনি চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হন। চিকিৎসক তাঁহার আহার-নিদ্রাদি সর্ব্ববিধ কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন, সকলই ঠিক আছে, কেবল তিনি অধিক রাত্রে আহার করেন, এই মাত্র দোষ, আর তিনি ডিম্ব, ঝিনুক ও কাঁকড়া খাইতে বড় ভাল বাসেন। চিকিৎসক তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করিতে, ডিম্বাদি এবং উত্তেজক সামগ্রী শীঘ্র ত্যাগ করিতে এবং মাংস ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে পরামর্শ দিলেন। তাহাতেই প্রথমতঃ অল্প উপকার হইয়াছিল। অনেক দিন উক্ত রোগে কষ্ট পাওয়ায়, তাঁহার পরিপাকশক্তির কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে চিকিৎসক আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নক্সভমিকা ৩ x ব্যবস্থা করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া অচিরে হৃষ্টপুষ্ট ও স্থূল-কলেবর হইয়া উঠিলেন।

আর একজন যুবকও উক্ত রোগে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া শেষে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন; তাঁহার পরিপাকশক্তির অনেক হ্রাস হইয়াছিল। খাদ্যাদির বিষয়ে সুপথ্য বিধান করিয়া

দিবসে তিনবাব কবিয়া পলসিটিলা ৩ x ব্যবস্থা কবাতেই তিনি সম্পূর্ণ আবোগ্যলাভ কবিয়াছিলেন।

উপদংশ ক্ষত হইতে-মূত্রনালীব সঙ্কোচ এবং বেশ্যাসহবাসে মুত্রনালীব প্রদাহ উপস্থিত হয। ইহা হইতে ভয়ঙ্কর রকমের স্বপ্ন দোষেব সংঘটন হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা এইরূপ— মূত্রনালীব প্রদাহ বা মেহ হইতে ইহার উৎপত্তি হইলে, প্রথমতঃ একোনাইট সেবিত হইতে পাবে। তৎপবে ক্যানাবিস সেটিভা। আমবা এবম্প্রকাব কয়েকটী বোগী প্রত্যক্ষ কবিয়াছি। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্র লোকেব মেহের ব্যামোহ ছিল, তজ্জন্য তিনি কোন চিকিৎসকের অধীন থাকিয়া, কিছুদিন তাঁহাব ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ কবিয়াছেন, মনে কবিলেন। কয়েকদিন পবে তাঁহার এমন স্বপ্নদোষ আবম্ভ হইল, যে তাহাতে তাঁহাব শবীর যৎপবোনাস্তি দুর্ব্বল এবং অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া পড়ে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতাও ছিল।

চিকিৎসার জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে ২।৩ জন চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। অবশেষে একজন হোমিওপ্যাথের চিকিৎসাধীন হন। তিনি কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের জন্য প্রথমতঃ নক্সভমিকা, তৎপবে লাইকোপোডিয়ম ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হইল। প্রাতে ভাজা মাংস ও কৃষ্ণ চা; এবং মধ্যাহ্নে মাংস; রুটী, ও তরীতরকারী ব্যবস্থা করিলেন। তৎপবে ঐরূপ পথ্যের সঙ্গেই ক্যানাবিস সাটিভা ৬ষ্ঠ ক্রম সপ্তাহকাল দিবসে তিনবার দিতে

লাগিলেন। ইহাতে রোগের অনেকটা উপশম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, এই ঔষধেই তিনি ভবিষ্যতে রোগের-হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মুখ্য কারণের উপযোগী, তৎপরে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগেও আরও কয়েকটী রোগের প্রতিকার দেখা গিয়াছে। মূত্রনালীর প্রদাহ কমিয়া গেলে, কেবল স্বপ্নদোষে ক্যানাবিস সাটিভা কিংবা ক্যাম্ফাবিস দ্বারা অনেক সময় উপকার দেখা যায়।

মূত্রনালীর সঙ্কোচই অনিচ্ছায় রেতঃস্খলনের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, অগ্রে কারণেরই অপসারণ চেষ্টা আবশ্যক। সু-পথ্যের সঙ্গে সাল্‌ফার ৩ x সচরাচরই বিশেষ কার্য্য করে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য নক্সভমিকা, সাল্‌ফার এবং মারকিউরিয়াস সল ব্যবহার্য্য হইতে পারে। আবশ্যক হয়ত অট্রোপাইন, ব্রুমাইড্ অব ক্যাম্ফার, হাইড্রাস্‌টিস্, ব্রুমাইড্ অফ্ আইরণও দেওয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা, সরলান্ত্র-প্রদাহ অথবা অর্শ শুক্রমেহের কারণ হইলে, তন্নিবারক ঔষধ প্রয়োগে অতি সহজেই রোগোপশম হয়। উপযুক্ত তাড়িত বেত্তাদ্বারা প্রযুক্ত হইলেও তাড়িত শুক্রমেহের প্রধান ঔষধ। যখন কোন ঔষধে উপকার হয় না, তৎকালে ইহার প্রয়োগে নিশ্চয়ই সুফল দর্শে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হস্তমৈথুন।

একটু অধিক বয়সের বালকবালিকারা এক প্রকার ঘোরতর অনিষ্টকর পাপে সংসক্ত হইয়া, অবশেষে মেহ, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষাদি নানা রোগের বীজ বপন করে। ১০।১২ বৎসরের বালকবালিকারা সচরাচর হস্তমৈথুনের রসবোধ করিতে পারে; তৎকালে তাহাদিগকে ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া নিবৃত্ত না করিলে, ঐ কদভ্যাস এরূপ অভ্যস্ত হয়, যে আর পরিহারের সম্ভাবনা থাকে না। কিছুদিন এই কু-কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেই তাহাদের শরীর ক্ষীণ, মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং স্বভাব যৎপরোনাস্তি কর্কশ ও ক্রোধ-প্রবণ হইয়া উঠে। এমন কি তৎকালে ঐ সকল কু-কার্য্যকারীদিগকে দেখিলে যুগপৎ ঘৃণা ও দুঃখের উদ্রেক হয়। এই কু-কার্য্য-বশতঃই বীর্য্যাধার দূষিত হইয়া স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ উৎপাদন করে। এই কদভ্যাস-জনিত রোগনিচয়ের চিকিৎসা আমরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে দেখাইতে ত্রুটি করিব না।

যৌবনের প্রাক্কালেই যুবকযুবতীর হৃদয়ে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সঙ্গমেচ্ছা আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। শারীরিক সবলতা ও দুর্ব্বলতা অনুসারে এইকালে বয়সের ন্যূনাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। সহচরগণের প্ররোচনার বশীভূত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত

বালকেরা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা শিখে, তাহাতে তাহাদের মনে অভিনব রসের উদ্রেক হইলে, তাহারা হস্ত দ্বারা উহার পরিচালন করিতে থাকে। ইহাই তাহাদিগের সর্ব্ববিধ ভাবী অনিষ্টের, এবং পরিণামে ধাতুদৌর্ব্বল্যের মূল হইয়া দাঁড়ায়।

বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, এবং কুসংসর্গে পড়িয়াই প্রায় অনেকে এই কদর্য্য অভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়। উপন্যাস পাঠ, প্রেমিকের গল্প এবং হিতাহিত বিবেকহীনতাও ইহার প্রধান কারণ। এই সময়ে আত্মীয় বা গুরুজনের তীব্র দৃষ্টির এবং শিক্ষকের সৎশিক্ষার অভাব হইলে, তাহারা নিশ্চয়ই একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়। এই অভ্যাসে যেমন জননেন্দ্রিয় দূষিত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে; দৈহিক যাবতীয় যন্ত্রও তেমনি হীনবল হইতে বাকী থাকে না।

উক্ত কার্য্য, দেহ ও মন উভয়েরই সমধিক অনিষ্টকর বলিয়া, অনতিবিলম্বেই তৎকার্য্যকারীদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা নিবারণ করা উচিত, এবং স্বতঃপরতঃ নানাপ্রকারে যাহাতে তাহাদের চিত্তে দুশ্চিন্তা স্থান না পায়, তাহারও উপায় বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ বিলম্বে ফললাভের আশা অতি অল্প।

এতৎসাধনার্থ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

১। যাহাতে দেহ ও মন উপযুক্ত এবং আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

২। তাহাদিগকে নাটক নভেল, যাত্রা ও থিয়েটারের গান পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। সমবয়স্ক বালিকাদিগের সংস্রব

একেবারে ত্যাগ করাইবে। এমন কি কাহার সহিত এক ঘরে বা এক বিছানায় শয়ন করিতে দিবে না।

৩। উপযুক্ত অবসরে এবং উপযুক্ত অভিভাবকের নজরে নজরে রাখিয়া, বালকবালিকাদিগকে বহির্ভূমিতে ক্রীড়া করিতে দিলে, বোধ হয়, কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ, পরস্পরের সংস্রব ত্যাগ করাইয়া নির্জ্জনে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই যে তাহাদের মনে ধর্ম্ম ভাবের উদয় হইবে, এ বিশ্বাস অতীব ভ্রান্ত *। সমবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে একত্র মিলিয়া আমোদ প্রমোদ ক্রীড়াদি করিতে দেওয়া উচিত। পরন্তু, তৎকালে পিতামাতা বা অভিভাবকের সুশিক্ষায় যাহাতে, তাহাদের মনে, ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান জন্মে, তাহার উপায়ও একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। বালকেরা এই কু-কার্য্যে রত হইয়াছে, মনে এইরূপ সন্দেহ উদয় হইলে, চুপে চুপে তাহাদের কার্য্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বালকগণের নির্জ্জনপ্রিয়তা দেখিলেই এই সন্দেহের মূল সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহাতে আবার এই কালে যদি তাঁহারা বিবর্ণ, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও বিমর্ষ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেত সন্দেহের সত্যতা-সম্বন্ধে আর কোনও আপত্তি থাকে না। এই কু-কার্য্যে রত হইলে বালকগণ এবং যুবকেরা লজ্জাশীল ও ভীরু হয়। তাহাদের চিত্তের স্থিরতা থাকে না। মুখশ্রী মদ্যপায়ী বা অহিফেণসেবীর ন্যায় দেখায়। এবম্ভূত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলেই হিতৈষী লোকের হিতোপদেশ-দানে সেই ভ্রান্ত যুবককে

* অবশ্য এটা English idea, অনুবাদকের ইহা অনুমোদনীয় নহে।

নিবৃত্ত করিতে বিধিমত চেষ্টা করা উচিত। যে সকল বালককে ৯। ১০ বৎসর বয়ঃক্রমে বেশ বুদ্ধিমান ও মেধাবী দেখা গিয়াছে, তাহাদিগকেই আবার ১৫।১৬ বৎসর বয়সে এই কু-কার্য্য শিক্ষার জন্য শারীরিক ও মানসিক অধোগতির চরম সীমায় দাঁড়াইতেও দেখিয়াছি। অস্পষ্ট-বাক্য, বাক্য কথনে ভ্রম, স্মরণশক্তির হ্রাস, বোধাভাব ইত্যাদিই এই পাপের পরিণাম। এই কার্য্যে এত অনিষ্ট ঘটে বলিয়া, এবং দোষী লোকেরা কিছুতেই ইহা স্বীকার করে না বলিয়া, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। আবশ্যক হয় ত তাহাদের বিছানার চাদর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ বিবিধ উপায়ে ধৃত হইলেই যাবৎ তাহারা এই কার্য্যে বিরত না হয়, তাবৎ সৎ ও হিতোপদেশ দিয়া এই কার্য্যের ভাবী ফল তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। কারণ তাহাদিগকে ইহার পরিণাম বুঝাইয়া দিলে, এরূপ আত্মঘাতী খুব কমই আছে, যে পুনর্বায় উহাতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কু-কর্ম্ম এবং তৎপ্রবৃত্তি নিবারণের জন্য কখন কখন যান্ত্রিক উপায়ের বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখা গিয়াছে। এতন্নিমিত্ত আমরা 'গ্রোস এবং ডেনব্রিজ' কোম্পানির নির্ম্মিত ডাক্তার বোজেকের স্বপ্নদোষ-নিবারক নামে যন্ত্রটীকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানি। ইহাতে পুরুষাঙ্গ এই প্রকারে আবদ্ধ থাকে যে, উদ্গম বা রেতঃস্খলন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবশ্য তৎসঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাও প্রয়োজনীয়। ফলতঃ, এই কদর্য্য অভ্যাসের দূরীকরণ জন্য কোনরূপ উপায় না করা ঘোরতর পাষণ্ডের কর্ম্ম।

উল্লিখিত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণেও এই কদর্য্য অভ্যাস জন্মাইতে পারে। পাকস্থলীতে সূত্রবৎ কৃমি জন্মাইলে জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন-নিবারণার্থ ঘর্ষণাদিতেও এই অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। পুরুষাঙ্গের বা তন্নিকটস্থ স্থানে দদ্রু হইলেও ঠিক ঐ প্রকার ঘটে। বস্তুতঃ কু-প্রবৃত্তি বা রোগ, যে কারণেই হউক, এই অভ্যাসে জননেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য প্রযুক্ত মেরুদণ্ড পীড়িত হইলে, মস্তিষ্ক-রোগ জন্মে; তৎপরে প্রমেহ, বহুমূত্র, অজীর্ণাদি নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া দৈহিক যাবতীয় যন্ত্রকে বিকৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাই রোগের চরম সীমা নহে। মস্তিষ্ক দোষ জন্য মনে নানা-প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। তাহাতে স্মরণশক্তি ও মানসিক বৃত্তিনিচয় একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন কি চিত্তবিকার, অবসন্নতা বা আত্মহত্যা, কিংবা অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বা উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করে।

উক্ত কদর্য্য অভ্যাসে সমস্ত শরীরের উপর যে গুরুতর আঘাত প্রদান করে; এবং তজ্জন্য যে অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য জন্মায়, তাহাতে স্নায়ু-মণ্ডলেরও সমধিক অনিষ্ট সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত পাকস্থলী দূষিত হয়, ও শরীরে পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে, উপযুক্ত পোষণের অভাবে সমগ্র শরীর ক্ষীণ হয়। স্নায়ু সকল শিথিল হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; এবং উক্ত কার্য্যের সময়, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয় বলিয়া মূর্চ্ছাদি রোগও ঘটিতে পারে। মত্তচিকিৎসাগারের শতকরা ১০।১৫ জন রোগী এই পাপের পাপী বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

হস্তমৈথুন অভ্যাস শীঘ্র শীঘ্র নিবারিত না হইলে, আর এক প্রকার অনর্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন করতঃ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা একবারে লোপ পাওয়াইয়া দেয়। অনেকে এই দুষ্কর্ম্ম-জনিত ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা স্ত্রী-সহবাস জন্য সুখানুভব অপেক্ষা এই কর্ম্মের সুখানুভবকে অধিক বলিয়া জ্ঞান করে।

স্ত্রীসহবাস অপেক্ষা হস্তমৈথুনে জননেন্দ্রিয়ের অধিকতর সঞ্চালনা হয়, এবং স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-চালনা অপেক্ষা এই অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-চালনা অনায়াসসাধ্য বলিয়া প্রায়ই ইহার আতিশয্যও ঘটে; এবং দাঁড়াইয়া বা বসিয়া হস্তাদির সঞ্চালনে মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডল ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। এই স্থলে ইহাও স্বীকার্য্য, যে, স্ত্রীসহবাসে সুখাংশ দ্বিধা বিভক্ত, কিন্তু হস্তমৈথুনে উহা কেবলমাত্র এক জনের উদ্ভাবিত বলিয়া অধিকতর ক্ষয়কর।

হস্তমৈথুন সমধিক দোষাবহ ও ঘৃণাজনক; যেহেতু, ঐ ব্যক্তি সমাজ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস করে, তাহাতে মনোমধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও কুচিন্তা-বিস্তৃত হইয়া, তাহাকে চির বিষাদ গর্ত্তে পাতিত করে, তজ্জন্য স্বাস্থ্য ও তাহার ভবিষ্যৎ জীবন একেবারে ক্ষয়সাগরে নিমগ্ন হয়।

যে সকল বালক বা অল্পবয়স্ক যুবা সঙ্গদোষে দূষিত হয় নাই, পিতামাতা বা শিক্ষকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া প্রথমেই তাহাদের মানসিক চিন্তা ও স্বভাবকে সৎপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহাতে এই কদর্য্য অভ্যাসের সূত্রপাত হয়, কিছুতেই তাহা-

দিগকে এইরূপ ক্রীড়া বা আমোদপ্রমোদ করিতে দিবেন না। কারণ, ভবিষ্যৎ স্বপ্নদোষ বা শুক্রমেহাদি রোগের চিকিৎসায় সাফল্য অপেক্ষা, তত্তৎ-রোগোৎপাদক কারণের পরিহারই শ্রেয়ঃকল্প।

যৌবনের প্রথমাবস্থা অপসৃত হইলে এবং কুকার্য্যকারীদিগের অবিবেচনা দোষে মূত্রনালীর সঙ্কোচ ঘটিলে, সচরাচরই শুক্রমেহের উৎপত্তি দেখা যায়। উক্ত সঙ্কোচ নানা কারণে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে গুলি দুশ্চিকিৎস্য মেহরোগোৎপন্ন, সে গুলি প্রায় অসাধ্য। যেখানে বেদনা বা জ্বালা হইয়া সহজেই পূয হইয়া পড়ে, মূত্রনালীর সেই স্থানে সঙ্কোচ দেখা যায়, মূত্রনালীর পথের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ কখন কখন একাধিক সঙ্কোচও পরিদৃষ্ট হয়। উহারা যত সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘ হইবে, বীর্য্য বা প্রস্রাবের পথে ততই অবরোধ ঘটিবে; এবং ঐ সঙ্কোচের পূর্ব্বাংশ স্ফীত হইয়া বীর্য্যাধারে আঘাত করে; তাহাতেই অনিবার্য্য শুক্রমেহের উৎপত্তি হয়।

মূত্রনালীর পথ সঙ্কোচের জন্য রুদ্ধ হইলে, পতনোন্মুখ বীর্য্য পড়িতে না পাইয়া, পুনর্ব্বার বীর্য্যাধারে নীত হয়। তাহাতে উহার ক্রিয়া এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং মূত্রনালী এত শিথিল হয় যে, পুরুষাঙ্গের উদ্গম ব্যতীত মানসিক সামান্য উত্তেজনা-বশতঃই রেতঃস্খলন হইতে থাকে, ইহাতে শুক্রমেহ ত অবশ্যম্ভাবী, পুরুষত্ব হীনতাও অনিবার্য্য।

হস্তমৈথুন দোষে কেবল যে মূত্রাশয়, মূত্রস্থলী বা মেরুদণ্ড পীড়িত হয়, তাহা নহে। ইহাতে সরলান্ত্রও দোষযুক্ত হয়;

গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহাতে তৎস্থানের শিরানিচয়ের স্ফীততা এবং অর্শোরোগেরও উৎপত্তি হইতে দেখা যায। গ্রহণী, বহুমূত্র, ভগন্দর, গুদভ্রংশাদি রোগ নিচয়েরও ইহাই কারণ।

আক্ষেপিক সঙ্কোচ, অথবা মূত্রনালী-প্রদাহ, মূত্রনালীর শিরার বিস্তৃতি, আমবাত দোষ, অশ্মরী বা বলপূর্ব্বক শলাকা প্রবেশাদিতেও যে সঙ্কোচের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতেও শুক্রমেহ বা অনিচ্ছায রেতঃপাত হইতে পারে।

বীর্য্যসম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতার কারণ মূত্রনালীর সঙ্কোচ, এবং হস্তমৈথুন দোষেই ইহার উৎপত্তি হয বলিযা, উহার লক্ষণাদি জ্ঞাত থাকা উচিত; তাহা হইলে সহজেই প্রতিকৃত হইতে পারে। উহার প্রথম লক্ষণ এই যে প্রস্রাব বিলম্বে নির্গত হয়। প্রস্রাবদ্বারে যেন কিছু আটকাইযা আছে বলিয়া বেগ দিযা প্রস্রাব করিতে হয়; প্রস্রাবের রং ও পরিমাণেরও পরিবর্ত্তন ঘটে; প্রথমতঃ অতি অল্প; পরে ধীরে ধীরে একটু একটু প্রস্রাব হইতে থাকে। শেষে মূত্রনালী হইতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে; এই সমস্ত লক্ষণ দাঁড়াইলে আর উক্ত রোগের সূচনা জানিতে কাহারও বাকী থাকে না।

পুনঃ পুনঃ হস্তমৈথুনে মেরুদণ্ড ব্যথিত হইয়াও বীর্য্যের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। এই সমস্ত লক্ষণ বুঝিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হস্তমৈথুন-পরিহারের উপায় এবং তজ্জনিত রোগের চিকিৎসা।

উল্লিখিত দুষ্কর্ম্মের যে কি বিষময় পরিণাম ঘটে, তাহা পিতা-মাতা বা অভিভাবকের বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আর যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইতে না পারে, তদ্বিষযে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। নূতন নূতন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অভ্যাসের দাস না হইলে, তাহাদিগকে সংশোধন করা ততটা কঠিন ব্যাপার নহে।

যখন বালকগণ দল বাঁধিয়া পরস্পর এই কার্য্যের শিক্ষক হয়, তখনই তাহাদিগের সেই দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। অধিক-বয়স্ক বালকেরাই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাহাদের মনে কুচিন্তার বীজ বপন করে। যৌবনকাল উপস্থিত হইতে না হইতেই যদি মুখের সেই বিসদৃশভাব এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তদ্দণ্ডেই তাহাদিগকে ঐ সকল কুসংসর্গ ত্যাগ করাইতে যত্ন করিবে। তাহাদের নিজের দোষেই যে দৌর্ব্বল্য ও রোগ ঘটিতেছে, তাহাও তাহাদিগের চিত্রপটে অঙ্কিত করাইয়া দিতে হইবে। তাহাতেও নিরস্ত না হইলে, ভবিষ্যতে তাহাদের যে দুর্বিষহ পরিণাম ঘটিবে, তাহাও স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে

বুঝাইয়া না দেওয়া দোষ। কেবল শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধ গ্লাস জলে দশ ফোঁটা সিন্‌কোনা ২ ক্রম দিয়া দিবসে তিনবার খাইতে দিবে। অধিক-বয়স্ক বালক-কর্ত্তৃক শিক্ষা হইলে এই চিকিৎসাই উপযুক্ত।

পুরুষাঙ্গ চুলকাইতে চুলকাইতেও অনেক সময় হস্তমৈথুন ঘটিয়া পড়ে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মল-দ্বারে ক্রমি, পুরুষাঙ্গ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দাদ কিংবা চুলকনা আছে কিনা, তাহা পিতা মাতার অগ্রে দেখা উচিত। ক্রমি আছে বোধ হইলে, এক গ্লাস জলে দশ ফোঁটা সালফার ৩x ফেলিয়া প্রতিদিন রাত্রে এক চামচ করিয়া খাওয়াইবে, ইহাতে চুলকানির নিবৃত্তি না হইলে, নক্সভমিকা ৩x ঐরূপেই ব্যবস্থা করিবে, এবং বালক যাহাতে ঐ স্থান না চুলকায় বা ঘর্ষণ করে, তাহাও শিখাইবে। ঐ স্থানে দাদ বা অন্য কোন চুলকনা থাকিলে, পূর্ব্ববৎ সালফার অবশ্যই প্রযোজ্য। গণ্ডমালা-ধাতুর বালকদিগের এইগুলি ঘটিয়া সহজেই তাহাদিগকে উক্ত কদর্য্য অভ্যাসে আনীত করে। কারণের অপসারণে কার্য্যেরও অপসরণ হইয়া থাকে। এমোনিয়া ৬x, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬x, কখন বা পিট্রোলিয়ম ৬x, দেওয়ায় অনেক সময় যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক লোকদিগেরও উক্ত অভ্যাস পূর্ব্ববৎ প্রথানুসারে চিকিৎসিত হইতে পারে। তবে, তাহাদিগের বুঝিবার শক্তি আছে বলিয়া, তাহাদিগকে বুঝান উচিত, যে, তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে। ইহাতে তাহাদের

ইহকাল পরকাল সবই নষ্ট হইতেছে। যে দুশ্চিন্তার বশে যুবকেরা এই কার্য্যে প্রশ্রয় পায়, উহার সংশোধনের নিমিত্ত তাহাদিগের চিত্তপ্রফুল্লকর পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক; তৎপরে জননেন্দ্রিয়ের অল্পাধিক দোষ দৃষ্ট হইলে, চিকিৎসার অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। উক্তরূপ হস্তমৈথুন-নিবারণার্থ ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩x ক্রম-চূর্ণ দুই গ্রেণ পরিমাণে সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দেওয়া যাইতে পারে। অজীর্ণের কোন দোষ থাকিলে, উহার পর নক্সভমিকা ৩x নিদ্রা যাইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক সপ্তাহকাল ব্যবহারে বেশ উপকার হয়। এই সময়ে যাহাতে মন ব্যাপৃত থাকে, এইরূপ ক্রীডাও আবশ্যক। রোগীর দৌর্ব্বল্য সমধিক হইলে চায়না ৩x ব্যবস্থেয়। পৃষ্ঠদেশ সাঁটিয়া ধরিলে বা উহার নিম্ন-ভাগে বেদনা থাকিলে কোকুলাস ৩x ব্যবহার্য্য। অভ্যাস থামিয়া গেলেও যদি দৌর্ব্বল্য থাকে, তাহা হইলে উহার সম্পূর্ণ অপগমের নিমিত্ত দিবসে তিন বার করিয়া চায়না সেবনই বিধি। সহজেই জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে, জলের সহিত ফসফরিক এসিড ৩x সেবনে বিশেষ উপকার হয়। সামান্য কারণে উদ্গম ও দুঃস্বপ্ন হইলে ক্যান্থারিস্ ৩x সেবনীয় হইতে পারে।

সাধারণতঃ যে যে কারণে হস্তমৈথুন ঘটে, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিলাম। অথচ, উক্ত কদর্য্য অভ্যাস-ত্যাগেরও প্রকৃত উপায়-নির্দ্দেশে আমরা বিরত হই নাই। এ স্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, যে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভ্যাস অপেক্ষা এই অভ্যাস বড় দুঃসাধ্য। অনেক যত্ন, যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সুচিকিৎসা হইলে

এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। উক্ত অভ্যাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, প্রথমতঃ স্নায়ুমণ্ডলের ঘোর অনিষ্ট করে; তৎপরে পোষক যন্ত্র সকলের কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে থাকে। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনজনিত নূতন রোগের সূত্রপাতে চায়না, কোকুলাস, ফসফরিক এসিড এবং ইহাদের সঙ্গে মার্ক সল ৩x ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন রোগের জন্য বহুদিন অন্তর সুপথ্যের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাল্‌ফার, নতুবা কার্ব্ব্ ভেজিটেবিলিস্ ব্যবহার্য্য।

জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য এবং শিথিলতায় চায়না ৩x সপ্তাহে তিন চারি বার দেওয়া যাইতে পারে। অত্যন্ত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং মনে আশঙ্কা থাকিলে, ক্যালকেরিয়া ৩x বা ফসফরিক-এসিড ৩x নিত্য সেবনীয়। শিরোবেদনা বা অন্যান্য অস্ফুট লক্ষণে নক্সভমিকা ৩x, অথবা জিনকাম মেট ৬x বেশ উপকার করে। অভ্যাসের নিবৃত্তির পরও কোন কোন সামান্য উপসর্গ থাকে, উল্লিখিত ঔষধ সকল দ্বারাই সে সকলের সচরাচর উপশম দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদোষ।

নিদ্রাকালে রেতঃস্খলনকে স্বপ্নদোষ কহে। সচরাচর হস্ত-মৈথুনাদি কু-ক্রিয়াদোষে বীর্য্যাধারের দুর্ব্বলতা-বশতঃই ইহার সংঘটন হয়। শুক্রমেহের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহাতে দুষ্ট স্বপ্নে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত ও উদ্গত হইলে বীর্য্যপাত ঘটে; কখন কখন মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ হওয়ায়ও ইহার সংঘটন দেখা যায়। স্ত্রীসহবাসাদিতে নির্গত বীর্য্য অপেক্ষা ইহার পরিমাণ বা অবস্থা বিভিন্ন নহে। যাহা হউক, বীর্য্যাধার বা বীর্য্যবাহিনী নালীর দুর্ব্বলতা বশতই যে ইহার সূত্রপাত, তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রথমতঃ, আমরা হস্তমৈথুনজনিত স্বপ্নদোষের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা প্রায়ই প্রতি রাত্রে হইতে থাকে; তন্নিমিত্ত দৌর্ব্বল্য ও অবসন্নতারও আধিক্য দেখা যায়। এই রোগগ্রস্ত লোকের মনে আদৌ সুখ থাকে না। কারণ, তাহাদের নিজের দোষেই যে এই সকল রোগের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা তাহাদের মনে সর্ব্বদা জাগুরূক থাকে। এই রোগের চিকিৎসা অসাধ্য নহে। অনেক স্থলেই আমরা ইহার চিকিৎসায় আশাতীত ফললাভ করিয়াছি।

এ স্থলে আমরা একজন যুবকের কথা উল্লেখ করিব। তিনি ১৭ বৎসর ধরিয়া হস্তমৈথুনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অকস্মাৎ

তাঁহার মনে বিসদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইলে, তিনি একেবারে উক্ত স্বভাব পরিহার করত ধর্ম্ম-পথের পথিক হইলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অজীর্ণ, স্নায়ুবিকার, অবসাদ, চিত্তবিকৃতি, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি নানা রোগে তাঁহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি একজন বিশ্বস্ত চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক সহজেই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। এক বৎসরেরও অধিককাল তিনি উক্ত কদর্য্য অভ্যাস ত্যাগ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে বিনা চিকিৎসাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হইবে; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

চিকিৎসক মহাশয় প্রথমেই তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ধর্ম্ম ও নীতির দিকেই চিত্ত ব্যাপৃত করিতে পরামর্শ দিলেন; আরও শ্লেট বা কৃষ্ণবর্ণ বোর্ডের উপর অঙ্ক কসিতেও বলিলেন; এবং প্রণয়-সূচক গ্রন্থাদি-পাঠ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। যুবক চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিল। উক্ত ত্রিবিধ কার্য্যেই রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইবে জানিয়াও তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কাম-রিপুর অত্যধিক পরিচালনা দেখিয়া, দশ ফোঁটা ক্যান্থারিস্ দিবসে তিনবার খাইতে দিলেন; এবং মদ্য, কাফি, শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি উত্তেজক সামগ্রী বন্ধ করিতে বলিলেন। উক্ত ঔষধ ৫।৬ দিবস ব্যবহারেই রোগী প্রকৃত উপশম প্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি রোগীকে বিমর্ষ, জড়প্রায়, সমাজভীত দেখিয়া এবং অল্প হইলেও মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদোষ হইত

বলিয়া ফসফরিক এসিড ৩x দিবসে তিনবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতেও ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। স্বপ্নদোষ আরও কমিয়া গেল। চিকিৎসক মহাশয় পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহাতেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দৌর্ব্বল্য এবং অন্যান্য উপসর্গ চায়না ৩x দ্বারাই উপশমিত হইয়াছিল। এইরূপে শীঘ্রই তিনি হৃষ্টপুষ্ট হইতে ও সমধিক বলবীর্য্য লাভ করিতে বঞ্চিত হন নাই।

যত শীঘ্র সম্ভব, হস্তমৈথুনকারীদিগের উক্ত অভ্যাস ত্যাগ করাইয়া, উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা এবং সদ্বিষয়ে চিত্তের নিয়োগ করত চায়না ৩x দ্বারাই সচরাচর দৌর্ব্বল্যাদি তিরোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং স্ফূর্ত্তিহীনতাতে হাইপো-ফসফাইট অব লাইম ৩x ক্রম চূর্ণ তিন গ্রেণ পরিমাণে দিবসে দুইবার খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

পিত্তপ্রধান ধাতুর লোকের স্বপ্নদোষের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা থাকিলে, ডিজিটেলিস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়। অবশ্য পথ্য এবং চিত্তের নিয়োগও পূর্ব্ববৎ প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত ৬x সিপিয়াও উত্তম কার্য্য করে। অনেক অসাধ্য স্থলে ৩x সালফার দ্বারাও সম্পূর্ণ উপশম পরিলক্ষিত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ বর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী এক যুবা পুরুষের বাল্যকালে হস্তমৈথুন অভ্যাস ছিল; তাহাতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদোষ হইয়া শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি কোন চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন হইলে, চিকিৎসক মহাশয় ৩x ফসফরিক এসিড

ব্যবস্থা করিলেন। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এক মাস কাল উক্ত ঔষধ ব্যবহারে সত্বরই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। স্বপ্নদোষ থামিয়া গেলে, পাঠে আর তাঁহার তাদৃশ কষ্ট বোধ হইত না।

আর একজন যুবা পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও, বাল্যকালে হস্তমৈথুন-দোষে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা মন্দ দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতেন। প্রায়ই রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্নদোষ হইত। শরীরে কিছুমাত্র বল ছিল না। কোমরে মধ্যে মধ্যে বেদনা হইত। কষ্টকর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অর্শোরোগেও বহু কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসক ইহার জন্য নক্সভমিকা ৩x ক্রম চূর্ণ তিন গ্রেণ পরিমাণে শয়নের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে কেবল কোষ্ঠবদ্ধতা ব্যতীত আর কিছুরই উপকার দৃষ্ট হয় নাই। তৎপরে সালফার ৬x সপ্তাহকাল ব্যবহারেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। অনন্তর এক গ্লাস জলে দশ ফোঁটা কোনিয়াম ম্যাক ৬x সকালে সন্ধ্যায় খাইতে দিলেন। ইহাতে অনেকটা উপকার হইল; দুই সপ্তাহ পরে অর্শ ও কটিবেদনার নিবৃত্তি হইল; পুরুষত্বও দেখা দিল। কিছুদিন পরে তিনি বিবাহ করিলেন; এবং পাঁচ বৎসর স্ত্রীর সহিত বাস করিলে, তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। স্বপ্নদোষ বা অনিচ্ছায় রেতঃস্খলনের সঙ্গে পুরুষত্বহীনতা, দৌর্ব্বল্য, পৃষ্ঠবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, কোনিয়াম ৩x, ৬x অথবা ৩০x ক্রমে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনা এবং শুক্রমেহের অন্যান্য কারণ।

পুরুষাঙ্গের বিনা উদ্গমে, শিথিল অবস্থাতেই সামান্য উত্তেজনায়, অথবা প্রস্রাবকালে, কিংবা মল-ত্যাগের কুন্থনে অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলনকেই শুক্রমেহ কহে। বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনাই এই দৌর্ব্বল্যসূচক স্খলনের প্রধান কারণ। অবিবাহিত যুবকদিগের মনোমধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সুখেচ্ছা বিরাজ করিতে থাকে; তাহাতে তাহারা বেশ্যাগৃহে গমন করত অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা জন্মাইয়া, অবশেষে অকালে পুরুষত্বহীন হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সুখভোগের ইচ্ছায় কুক্রিয়ায় আতিশয্যে যে কতপ্রকার অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। প্রথমতঃ শরীর যন্ত্রের সাধারণ তাপাংশের এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষ সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকলের কার্য্য-হানি করে। ক্রমশঃ কর্ত্তব্যকর্মে অনিচ্ছা জন্মিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে; পুষ্টিরও ব্যাঘাত হয়; শরীর যেন দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নহে, মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হইয়া, তাহার মন ও শরীর উভয়কেই পীড়িত করে। এইরূপ অবস্থাতেও কার্য্যে নিবৃত্ত না হইলে, তাহাকে একেবারে অস্বাস্থ্যের অধঃস্তরে ফেলিয়া দেয়; অজীর্ণ-রোগ উপস্থিত হয়; তখন রোগী ভোগেচ্ছা-পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য খাইলেও কোন উপকার দর্শে না। ইহার

পবই কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ ও অন্যান্য বোগ জন্মিযা জননেন্দ্রিয়কে এত দুর্ব্বল কবিযা ফেলে যে, আদৌ উহাব বীর্য্যধাবণ-শক্তি থাকে না। তজ্জন্য পুবাতন গ্রহণী বোগে যেমন মলদ্বার দিয়া নিয়তই মল নির্গমন হয, তদ্রূপ পুরুষাঙ্গ দিযাও অনবরত শুক্রপাত হইতে থাকে। শবীব অপেক্ষা মনেব অবস্থা আবও শোচনীয হয। আপন কর্ম্ম দোষে পীড়িত হইযা বোগী শেষে স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ কবে। ইন্দ্রিযচবিতার্থতাব আতিশয্যে এইরূপ বিষম পবিণামই দাঁড়ায।

সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবাব পূর্ব্বে উক্ত যুবককে বক্ষা কবিবাব কি উপায় নাই। কুক্রিযাসক্তি পুনঃ পুনঃ কুক্রিযা দ্বাবা মনোমধ্যে সম্পূর্ণ বদ্ধমূল না হইলে, উহাব অন্যথাকবণ অসাধ্য নহে। কিন্তু বাববিলাসিনীব প্রলোভনে মুগ্ধ হইযা স্বভাব বদ্ধমূল হইলে, উহাব অন্যথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চিবস্থাযী শুক্রমেহ বা পুরুষত্বেব সম্পূর্ণ লুপ্তি হইতে তাহাকে বক্ষা কবা বড় সহজ ব্যাপাব নহে।

দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয-চবিতার্থতা-জনিত বোগ একেবাবে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িযা দেওযাও উচিত নহে। যাবৎ মনুষ্যত্ব বা নীতি-জ্ঞান কণামাত্রও বজায থাকে, তাবৎ হতাশ হওযা মূঢ়ের কর্ম্ম। চিত্ত হইতে মন্দ চিন্তাব অপসারণ কবিলে এবং কুক্রিয়া হইতে বিরত হইলেই আবোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায। পরিপাক শক্তিব হ্রাস, পাকস্থলীব দোষ, এবং মলেব সহিত খাদ্যদ্রব্য নিঃসৃত হইলে, অথবা উদবে ভাব বোধ থাকিলে, পলসিটিলা ৩x দশ ফোঁটা করিয়া দিবসে তিন বাব ব্যবস্থেয়। ইহার পর ৩x নক্সভমিকাও

দেওয়া যাইতে পাবে। তৎপবে ৩x চায়না দিতে হইবে। কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা উদব মধ্যে কঠিন মল থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৬x দিবসে দুইবাব ; তৎসঙ্গে সঙ্গে পথ্যের সুব্যবস্থা ; ডাল, তবকারী, মাংসের জুষ, রুটী এবং আতা পিয়াবা প্রভৃতি ফল ব্যবহাবে বিশেষ উপকাব দর্শে। এগনাস ক্যাসটাসও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্শ বা গুহ্যদ্বাবেব প্রদাহে, নিকটবর্ত্তী শিবা দূষিত হইয়া শুক্রমেহেব উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হইলে এসকুলাস গ্লাববা অবিষ্ট এক এক ফোঁটা দিবসে তিনবাব ব্যবহাবে সচবাচব অর্শেব সম্পূর্ণ উপশম হয়; ইহাব পবও উক্ত মেহ থাকিলে, বা বাহ্যে প্রস্রাব কালে শুক্র নির্গত হইলে, সিলিনিয়ম ৩x বা কোনিয়াম ৩x দশ ফোঁটা কবিয়া দিবসে তিনবাব প্রয়োগ এবং পথ্যাদির সুব্যবস্থা কবিলে নষ্ট পুরুষত্বেব নিশ্চযই পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে।

শিরাব স্ফীতি হইতে কষ্টকব ক্ষত জন্মিযা বীর্য্যাধাবেব দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, আর্ণিকা ও পলসিটিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইন্দ্রিয-পবিচালনা ব্যতীত অন্যান্য কাবণে সবলান্ত্র ও-মল দ্বাবেব পীড়া জন্মিয়া শুক্রমেহ উপস্থিত হইলে, অগ্রে শুক্রমেহের চিকিৎসা না কবিয়া উক্ত পীড়াব চিকিৎসা করিলে, কারণের নিবৃত্তিতে কার্য্যেরও নিবৃত্তি হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য বীর্য্যাধার ভারাক্রান্ত হইলে, উহার চতুর্দ্দিকস্থ পৈশিক আবরণী অবসন্ন হইয়া মলত্যাগকালীন কুন্থনেব ভারধারণে অক্ষম হওয়ায়, অনিচ্ছায় বীর্য্যপাত হইতে থাকে। মূত্রাশয়ের সঙ্কোচনে প্রস্রাবকালেও ঠিক ঐরূপ কার্য্য ঘটিতে পারে। তজ্জন্য শুক্রমেহ রোগের চিকিৎসার অগ্রে পাকাশয় ও মূত্রাশয়ের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় ; এবং যাহাতে মূল কাবণের তিবোধান হয়, এরূপ ঔষধ নির্ব্বাচনই শ্রেয়ঃ। সাধাবণতঃ প্রতি রাত্রে এক এক ফোঁটা নক্সভমিকা বা লাইকোপোডিয়ম ব্যবহাবেই উপকাব দর্শে।

ভগন্দবরোগে গুহ্যদ্বাবস্থ পেশীসকল সঙ্কুচিত হইলে, বা মল-ত্যাগে যাতনা থাকিলে, অন্তবস্থ মল বিনির্গত হয় না। তন্নিমিত্ত কণ্ডূয়নেও অনেক সময় শুক্রমেহের উৎপত্তি দেখা যায়। উক্ত কণ্ডূয়নে মলদ্বাব ও অণ্ডকোষেব নিম্নভাগ ঘর্ষিত হইলে, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইহাতেই নিকটস্থ বীর্য্যাধাব উত্তেজিত হইয়া শুক্রমেহেব উৎপাদন কবে। ৩x সালফাব তিন গ্রেণ কবিয়া প্রত্যিদিন বাত্রে ব্যবহাব কবিলে, অর্শোবোগ আবোগ্য এবং কণ্ডূযনেবও নিবৃত্তি হইবে। অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষেব নিম্ন ভাগ বা মল দ্বাবে দক্রবোগ হইলেও সর্ব্বদা কণ্ডূযনে বীর্য্যাধাব নাড়ী উত্তেজিত হইয়া শুক্রমেহেব উৎপাদন কবে। এইরূপ হইলে দক্রগ্রস্ত স্থানে স্যাক্রোলাইনেব প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকাব দর্শে।

এক ধীবচিত্ত ধার্ম্মিক-পুরুষ, উক্তরূপ দক্র বোগে যৎপবোনাস্তি কষ্ট সহ্য কবিযা, অনেক সময় ও অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রাতে ও সন্ধ্যায স্যাক্রোলাইন ব্যবহাব কবিয়া ১০। ১২ দিনেব মধ্যেই নিষ্কৃতিলাভ কবেন। ধাবণাশক্তি অত্যন্ত কমিয়া গেলে, যখন স্বল্প উত্তেজনাতেই শুক্রস্খলন হইতে থাকে, এবং তাহাতে পুবাতন শুক্রমেহেব সম্ভব হয়, তৎকালে প্রথম প্রথম পিট্রোলিয়াম ও তৎপরে সালফাব প্রদানে অনেক সময়েই বিশেষ উপকাব পাওয়া গিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অশ্মরী ও কৃমিজন্য শুক্রমেহ।

জননেন্দ্রিয়ের উপর সূত্রবৎ কৃমির কার্য্য বড়ই কষ্টদায়ক ও সাংঘাতিক। বৃহৎ অন্ত্র মধ্যে এই সকল কৃমি জন্মিয়া থাকে। আরও এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে ইহাদের বিরক্তিতে অনেকেই হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়; পরে তাহা হইতেই শুক্রহীনতা ও শুক্রমেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল কৃমির জন্য অল্প-বয়স্ক বালক এবং বয়ঃস্থ পুরুষেও বহুতর কষ্ট ভোগ করে।

সামান্য সামান্য কৃমিগুলি শ্বেতবর্ণ, আকারে অনেকটা সূতার ন্যায়। পুরুষগুলির লেজ অগ্রভাগে স্ক্রুপের ন্যায় পাক দেওয়া, আর স্ত্রীদিগের লেজ সরল এবং সূচাল। ইহাদের মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী আকর্ষণী আছে, উহাদেরই মধ্যস্থলে মুখ অবস্থিত। ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর এক অঙ্গুল, দেড় অঙ্গুল দেখা যায়। সময় সময়ে ইহারা মলের সহিত অসংখ্য অসংখ্য নির্গত হইয়া থাকে।

জঠর মধ্যে কৃমি থাকিলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। নাসিকা চুলকাইতে থাকে; চক্ষু মিট মিট করে; পেট কামড়ায়, হস্ত পদাদির আক্ষেপ হয়; ইহাদের জন্য গুহ্যদেশে, অণ্ডকোষে এবং পুরুষাঙ্গে যে অসহ্য কণ্ডুয়ন হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

সূত্রবৎ ক্রমিতেও পূর্ব্বোক্ত সকল দোষ ঘটে, অধিকন্তু ইহাদের দ্বারা মূত্রাশয়ে অশ্মরী পর্য্যন্ত হইতে পারে। ক্রমি থাকিলে দুই তিন বৎসরের বালকদিগেরও পুরুষাঙ্গের উদ্গম হয়। ইহা দেখিলে নিশ্চয়ই যে উদরে ক্রমি আছে, তাহা সহজে বুঝা যায়। এরূপ বালকেরা চুলকনাযুক্ত স্থানে হাত দিয়া কেবল চুলকাইতে থাকে। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে হস্তমৈথুনের সূচনা দাঁড়ায়।

ক্রমির জন্য স্ত্রীলোকদিগেরও ঐরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিতে দেখা যায়। অতিরিক্ত সংঘর্ষণে যোনি-মুখ স্ফীত এবং রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। কখন কখন উহা হইতে জলবৎ ক্লেদ নির্গত হয়। দিন দিন ঐ কণ্ডূয়ন, প্রদাহ এবং স্ফীতি আরও বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য হস্তমৈথুন ব্যাপার স্বতই ঘটিয়া পড়ে। আমারা এই পরিচ্ছেদে উক্ত বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে, উদরে ক্রমি থাকিলে চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং উহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণের রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হস্তমৈথুনেরও সুনিশ্চিত লক্ষণ, উক্ত কুকর্ম্মে বিরত হইলেও, এই লক্ষণ সহজে অন্তর্হিত হয় না। ক্রমির জন্য পরিণামে যে কি কি রোগ জন্মে, তাহা আমরা অতঃপর প্রকাশ করিতেছি।

হস্তমৈথুনবিরত ব্যক্তিরও কেবল ক্রমি হইতে চিত্তের অবসাদ, ধ্বজভঙ্গ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের সংঘটন হইয়া থাকে। কোন বালকের মৃগীরোগ দেখিলে, তাহার চরিত্রের বিষয় এবং তাহার উদরে ক্রমি আছে কি না, উভয়ের

অনুসন্ধান আবশ্যক। ক্রিমির সত্তা প্রমাণিত হইলে, তাঁহার হস্তমৈথুন পরিত্যাগ করাও, ক্রিমি বিনাশ কর, দেখিবে, দশ জনের মধ্যে নয় জন রোগী ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন—এক ব্যক্তির ছয় বৎসর ধরিয়া রাত্রে স্বপ্নদোষ হইত। তাহার উদরস্থ ক্রিমি দূরীভূত হইলে, সে ত্বরায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার চিকিৎসায় পূর্ব্বকৃত সকল উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্তু ক্রিমি বিনাশে রোগীর নিত্য নিত্য স্বাস্থ্যোদয়ে ক্রিমিগুলিকে স্বাস্থ্যনাশক বলিয়া সকলেই মনে করিবেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, উক্ত রোগীর মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইত, এবং শ্রবণশক্তিরও আংশিক হ্রাস ঘটিয়াছিল।

উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃত সুখবোধ কিংবা পুরুষাঙ্গের উদ্গম ব্যতীত যে সকল পুরুষের দিবাভাগে স্বপ্নদোষ হয়, বাল্যকালে নিশ্চয়ই তাহাদের পরিষ্কাররূপে প্রস্রাব হইত না। মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতার জন্য এই রোগ জন্মে। উহা শয্যার উত্তাপে আরও বৃদ্ধি পায়, এবং নিকটবর্ত্তী জননেন্দ্রিয়ে নীত হইয়া থাকে।

অশ্মরী রোগে মূত্র-নির্গমনপথ রুদ্ধ হইলে, তন্নিকটস্থ সকল যন্ত্রই অল্লাধিক আহত হইয়া থাকে। পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হইলে, উহার অগ্রভাগের মাংস ঝুলিয়া পড়িলে, অথবা মোটা হইলে অশ্মরী রোগ বুঝা যায়।

ক্রিমি বা অশ্মরী দোষে শুক্রমেহের উৎপত্তি হইলে, অগ্রে কারণের অপসারণই যুক্তিযুক্ত। ক্রিমি জন্য শুক্রমেহে সালফার

উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩x চূর্ণ সপ্তাহকাল ধরিয়া দিবসে এক বার ব্যবহার্য্য। ইহার পর ২x চূর্ণ সাণ্টোনাইন পাঁচ গ্রেণ পরিমাণে সপ্তাহকাল দিতে হইবে। ইহাতে উপশম না হইলে, টেবিবিন্থ এক এক ফোঁটা দিবসে দুইবার ; অথবা লক্ষণানুযায়ী ক্যালকেরিয়া, সিনা বা ইগনেসিয়া ব্যবহার্য্য হইতে পারে। সচরাচর এই সকল ঔষধেই উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা।

অশ্মরীজন্য শুক্রমেহের চিকিৎসায় বিশিষ্ট যত্নের আবশ্যক। কারণের অপসারণ ব্যতীত ত উপকারের কোনও সম্ভাবনা নাই। যদি প্রস্তর এত বড় হইয়া থাকে, যে মূত্রনালী দিয়া বহির্গত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র উহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত। অথবা দীর্ঘকাল মূত্র-রোধ-হেতু কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা মূত্রনালীচ্ছেদ করিয়াও প্রস্তর বহিষ্করণ শ্রেয়স্কর। অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া বাহির করা হইলে, জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের জন্য ৩x ক্রম আর্ণিকা দশ ফোঁটা জলে ফেলিয়া, তাহাই দিবসে তিনবার ব্যবস্থা করিবে। প্রস্রাব ত্যাগে কষ্টবোধ হইলে, পূর্ব্ববৎ ক্যান্থারিস ব্যবস্থা করা যায়। এই সকল ঔষধে বীর্য্যাধারের দুর্ব্বলতাও দূরীভূত হইবে। যদি ঐ সকল ঔষধে উপকার না হয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া ১x চায়না ব্যবহারে, নষ্ট পুরুষত্ব-লাভের আর আশঙ্কা থাকে না।

একজন ভদ্রলোক বহুকাল বিশুদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অধিকন্তু তাঁহার প্রস্রাবের দোষও ঘটিয়াছিল। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন,

পাত্রে লাল রঙের তলানি পড়িয়াছে। ক্রমে তাঁহার প্রস্রাবের সঙ্গে লাল বালী বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে মূত্রনালী-প্রদাহ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবকালে পুরুষাঙ্গ-মুখে সূচিবেধবৎ বেদনাও অনুভব করিতে লাগিলেন। আমাদের বোধ হয়, তিনি এই সময়ে টার্ট এমিটিক ৩x কিছুদিন ব্যবহার করিলেই রোগ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা করিয়াই তিনি আরও বিপদগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। অণ্ডকোষ এবং বীর্য্যস্থলীতে বিষম প্রদাহ ও উত্তাপ উপস্থিত হইল। রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হইত। শুক্রমেহ পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। মূত্রনালী অশ্মরীতে রুদ্ধ হইলে অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া বাহির করা ভিন্ন উপায় রহিল না। এক জন বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্রাবক-দ্রব্য-সাহায্যে প্রথমে প্রস্তর গলাইবার চেষ্টা করিলেন; উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রস্তর গুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে প্রস্রাবের সঙ্গে সমস্ত বহির্গতহইয়া গেল। তৎপরে আর্ণিকা ও ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিলেন, ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শে। ইহার পরও স্বপ্নদোষ ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্র নির্গত হইত। ৩x ডিজিটেলিস দেওয়ায় তাহাও সারিয়া যায়। অতঃপর প্রায় তিন মাস কাল রোগীকে হাইড্রাস্টিস টনিক, আহারের পূর্ব্বে প্রতিদিন আধ কাঁচ্চা পরিমাণে খাইতে দেওয়ায়, রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাহিত অবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস।

সমাজ বিরুদ্ধ উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা অপেক্ষা বিবাহ সম্বন্ধ যেমন সর্ব্বতোভদ্র ও সুখজনক, তেমনি পবিত্র ও সমাজের স্থিতিস্থাপক; তথাপি ইহাতেও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আতিশয্য থাকিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাহাতেও স্বাস্থ্য-ভঙ্গ এবং জননেন্দ্রিয়ের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কেবল মাত্র সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছায় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মিলিত হইলে, শরীর বা মনের কোন গ্লানিই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু কামরিপুর বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখোপভোগের পরাকাষ্ঠা করিতে গেলে, নিশ্চয়ই বহুতর অনিষ্টের সংঘটন হয়। যথানিয়মে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্ত্রী-পুরুষের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ, প্রণয় বদ্ধমূল, উৎপাদিকা শক্তি অদূষিত; এবং তৎকালোৎপন্ন সন্তান সন্ততিও সবল, সুস্থ ও নীরোগ থাকিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু, এই কার্য্য বিপরীত হইলে ফলও বিপরীত না হইবে কেন! তদ্দ্বারা সুখের সংসার দুঃখের আগার হয়, আর যাহা বরণীয়, তাহাও অভিসম্পাততুল্য অসহ্য হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়োপভোগের চরম সীমা নাই। ভোগ্য বস্তুর দ্বারা ভোগ বাসনার চরিতার্থতা নিতান্ত অসম্ভব। যিনি উহার চরিতার্থতার জন্য লোলুপ হইয়াছেন, তাঁহাকেই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। অতিরিক্ত ব্যয়ায়ে পরি-

পাক শক্তি ও স্নায়ু মণ্ডল দুর্ব্বল হয় ; ধাতুদৌর্ব্বল্য ঘটিয়া পুরুষত্ব একেবারে লোপ করে। স্ত্রীগণও মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, সংসার মধ্যে সুখের লেশও থাকে না।

অতিরিক্ত শুক্র-ব্যয়ে বীর্য্যাধার দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উহার চতুর্দ্দিকস্থ পেশী সকল নিস্তেজ হইয়া বীর্য্যাধারণে অক্ষম হয়। তজ্জন্য সততই শুক্র নির্গত হইতে থাকে ; ইহার নাম শুক্রমেহ। পুরুষের জনন শক্তি ও স্ত্রীলোকের আধান শক্তি লুপ্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার কি প্রতিকার নাই ? অবশ্য, আরোগ্য সম্পূর্ণ অসাধ্য না হইলে, প্রতিকার উপায় না থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পুরুষ আপনাকে পুরুষত্বহীন হইয়া পড়িতেছি, বুঝিতে পারিলেই, তদ্দণ্ডেই সাবধান হইতে বিলম্ব করিবে না। মনকে সৎপথে আনিয়া, ভোগ-লালসা-চরিতার্থতা অপেক্ষা শরীররক্ষাই শ্রেয়স্কর বুঝিয়া যতদূর সাধ্য কুপ্রবৃত্তি দমন করা কর্ত্তব্য। তৎকালে অস্থিরতা এবং জ্বরাধিক্য থাকিলে, একোনাইট ব্যবস্থেয়। অরুচি অথবা অজীর্ণ থাকিলে নক্সভমিকা। পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে কোকিউলাস, মূত্রস্থলী বা মূত্রনালীর প্রদাহ থাকিলে ক্যানাবিস্; মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্যান্থারিস, এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ ও পুরুষাঙ্গের শিথিলতায় কিছুদিন চায়না ব্যবহার, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালন করিলে, পুরুষত্বের পুনঃপ্রাপ্তির কোনও আশঙ্কা থাকে না।

জীর্ণশীর্ণ রোগাক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহার মনে যাহাতে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। রমনেচ্ছা

ও অজীর্ণ থাকিলে, তাঁহাকে অক্সলেট অব সিরিয়াম ৩x চূর্ণ তিন গ্রেণ মাত্রায় দিবসে এক বার ব্যবহার করাইলে পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত, স্নায়ুমণ্ডল বলিষ্ঠ, বমনেচ্ছা নিবৃত্ত, এবং শরীর পরিপুষ্ট ও মানস সংহৃষ্ট হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে স্ত্রীপুরুষের উভয়েরই স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হইলে, তাঁহাদের সংসার পুনর্ব্বার সুখনিকেতন হইবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি। বিবাহরূপ স্বর্গীয় বন্ধনের মহিমা তখন তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইলে, প্রণয় কুসুম পুনঃ প্রস্ফুটিত হইয়া পুনরায় তাহাদের গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনের পরিণাম।

কি অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, কি হস্তমৈথুন, কি স্বপ্নদোষ এই সকলকেই অস্বাভাবিক রেতঃস্খলন বলে। স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই হস্তমৈথুন স্বভাববিরুদ্ধ, উহাতে পুরুষদিগের উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়; শরীর জীর্ণশীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হিপোক্রেটস নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন, শরীর কৃশ হইলে মেরুদণ্ডের মজ্জা সকলের ক্ষীণতা সহজেই বুঝা যায়, তিনি আরও বলেন, চক্ষের উপর দিয়া যেন পিপীলিকা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে থাকে; মলত্যাগের কুন্থনে এবং প্রস্রাবকালে শুক্র নির্গত হয়। অধিকন্তু অল্প ভ্রমণেই ক্লান্তিবোধ এবং ঘনঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে; হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ লোকেরও উক্ত পাপ কার্য্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ঐ সমস্ত ঘটিতে দেখা যায়।

ডাক্তার সেলসাস্ হিপোক্রেটসের বাক্যে অনুমোদন করেন; তিনি আরও বলেন, মেরুদণ্ডের হ্রাস শরীর কৃশ হইবার প্রধান কারণ এবং হস্তমৈথুনাদি অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃস্খলনের অবশ্যম্ভাবী ফল। আর ইহাও দেখা যায়, উপযুক্ত ক্ষুধাসত্ত্বেও এবং প্রচুর খাদ্য পরিপাকের শক্তি থাকিলেও হস্তমৈথুনকারীর শরীর ক্রমশই ক্ষীণ হইতে থাকে, অত্যন্ত ক্ষুধা এবং উত্তম পরিপাকশক্তি দ্বারা স্বভাব-

কর্তৃক ক্ষয়ের পরিপূরণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু যাবৎ মেরুদণ্ডের মজ্জা সকল প্রকৃতিস্থ না হয়, তাবৎ আহার বা পরিপাকে কোন ফল দর্শে না; যে পরিমাণে শরীর কৃশ হয়, বলও সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে; প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিতে তাহার কষ্টবোধ হয়; তৎপরে সমস্ত দিবসই অলস ও অকর্ম্মণ্যবৎ কালযাপন করে; সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে গেলে ঘনঘন নিশ্বাস বহে এবং বুক্ ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে। এই সমস্ত ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে রোগী বৃদ্ধের ন্যায় কুব্জ হইয়া যায়; এবং স্বল্পমাত্র পরিশ্রমেই শিরোঘূর্ণনে ব্যথিত হয়, তখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও রোগ সম্পূর্ণ অসাধ্য হয় না; কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেই এবং উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা মেরুদণ্ডীয় মজ্জা সকলের অপচয় নিবারিত হইলেই বল, বীর্য্য, কান্তি, পুষ্টি সমুদায় পুনরাগত হইবে, কদর্য্য অভ্যাস-ত্যাগের পর উত্তম ক্ষুধা ও উত্তম পরিপাকশক্তি থাকিলে, হাইপোফসফাইট অব লাইম্ ৩x ক্রম চূর্ণ কিছু দিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে, মেরুদণ্ডীয় মজ্জা সকল সতেজ ও স্বাভাবিক অবয়ব প্রাপ্ত হইবে। এই ঔষধ তিন গ্রেণ মাত্রায় আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং শয়নের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।

অনিয়মে অযথা শুক্রব্যয়ে যে ভীষণ পরিণাম ঘটে, তদ্বিষয়ে নব্য চিকিৎসকগণও হিপোক্রেটস্ এবং সেলসাসের তুল্য মতাবলম্বী। হোকেন নামক একজন বিচক্ষণ ডাক্তার বলেন—হস্তমৈথুনকারী

অযথা শুক্রব্যয়ে বলহীন হয়; তাহার শরীর কৃশ হইতে থাকে; মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শ্রবণশক্তি অতীব ক্ষীণ নতুবা একেবারে বিনষ্ট হইয়া পড়ে; অধিক কি, তাহার শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ থাকে না। কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়; কলেবর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যায়; এবং অনিদ্রা, অস্থিরতা, উদ্বেগ, ভীষণ স্বপ্ন প্রভৃতি আরও কত প্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি আরও বলিয়াছেন—অনিয়মে অযথা শুক্রব্যয়ে কখন কখন কুকর্ম্মাকে অন্ধ হইতেও দেখা গিয়াছে।

বোয়েরহেভ নামক অন্য একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন—হস্তমৈথুনে মস্তিষ্ক-বেদনা, শারীরিক-দৌর্ব্বল্য চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যাক্ষমতা, শরীরের কুব্জভাব এবং অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অভাবে মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মলিন ও বিবর্ণ দেখায়; ওষ্ঠ রক্তহীন, এবং চক্ষু নিস্তেজ ও উহার চতুর্দ্দিক নীলরেখাঙ্কিত হইয়া থাকে। আরও পক্ষদ্বয় স্ফীত, চর্ম্ম শিথিল, নাড়ী চঞ্চল ও ক্ষীণ এবং অতিরিক্ত ঘর্ম্মও নিঃসৃত হইতে থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থানে স্থানে স্ফীত হয়, অবশেষে জীর্ণ জ্বর প্রভৃতি শোচনীয় পরিণামও সচরাচর সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল দূরীভূত করিতে হইলে, কদর্য্য অভ্যাসের একেবারে পরিহার করতঃ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সুচিকিৎসার অধীন হইলে সুফলের সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম হস্তমৈথুনকারীদিগের ক্ষুধাবৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু দীর্ঘকাল ঐ কদভ্যাসে ব্যাপৃত থাকিলে ক্রমশঃ ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি,

অজীর্ণ অথবা অনিয়মিত ক্ষুধা, অখাদ্যে ইচ্ছা এবং মুখের বিস্বাদভাব উপস্থিত হয়। অনন্তর খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ হইলে যন্ত্রণা এবং বমন কিংবা তদ্দ্বারা উদরাময়, উদরাধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অর্শ প্রভৃতি রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সালফার ও নক্সভমিকা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যদি রোগী ভাবী আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, তৎকালে তাহাকে সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রতি রাত্রে প্রথমতঃ সালফার 3x, তৎপরে শয়নের পূর্ব্বে একবার করিয়া 3x নক্সভমিকা দিয়া সুপথ্যের বন্দোবস্ত করিলে অনেক স্থলেই সুফলের আশা করা যায়।

ডেসল্যাণ্ডস নামক আর এক ব্যক্তি বলেন, অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাতন করিলে মূর্চ্ছা, মৃগী, ক্ষিপ্ততা, চিত্তের বিকার, মেরুদণ্ড প্রদাহ, অন্ধতা, বধিরতা, আমবাত, শিরার্ব্বুদ, কোষবৃদ্ধি, কোনও প্রভৃতি অনেকানেক কঠিন ও দুঃসাধ্য রোগ জন্মে; অতএব যুবকগণ ভুক্তভোগীর এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও যেন অকূল পাথারে আপনাদের দেহতরি না ডুবায়, তদ্বিষয়ে তাহাদের পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া উচিত।

হস্তমৈথুন দোষে আরও একপ্রকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাতে পুরুষত্বের একেবারে লোপ করিয়া সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা আদৌ রাখে না। অনেকে ধ্বজভঙ্গ হইয়া স্ত্রীসহবাসে একান্ত অক্ষম হয়। এরূপ ক্ষীণবীর্য্য লোকের সন্তান হইলেও তাহারা দুর্ব্বল, কৃশ এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে খঞ্জ, কুব্জ

বা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। পিতা হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলে, পুত্রও যে তদ্রূপ হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

হস্তমৈথুনকারীর শারীরিক রোগভোগই যথেষ্ট হইল না। কারণ, মানসিক রোগের সহিত তুলনায় উহা ত অতি অল্প। উহাতে মন উদ্বেগময়, দুর্ব্বল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তবে, তাহাদের পুরুষত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই কতকটা মঙ্গল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হস্তমৈথুনাদি কদর্য্য অভ্যাসের আতিশয্যে জননেন্দ্রিয়, চিত্ত এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ অবনতি হয়। অনুশোচনা, অনুতাপ, লজ্জা, ভয়, অবসাদ, চিত্তবিকার প্রভৃতি কত যে অনর্থ ঘটে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া ক্ষিপ্ততা পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের হস্তমৈথুনেও সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উপর তুল্যরূপ অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নারীজাতির কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উক্ত পাপের জন্য পুরুষদিগের অপেক্ষা বরং অধিকতর ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, হস্তমৈথুনকারী অপেক্ষা হস্ত-মৈথুনকারিণীর শারীরিক বা মানসিক অবনতি অধিকতরই হইয়া থাকে; অধিকন্তু সে ঋতুদোষও ভ্রংশাদি জরায়ু সম্বন্ধীয় নানারোগে আক্রান্ত হয়। স্ত্রীজাতির উক্ত কদর্য্য অভ্যাসে আর এক বিষম অনর্থ উৎপাদন করে, উহাতে জরায়ুর স্নায়ুমণ্ডল যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত হইলে বিষময় কামোন্মাদ জন্মায়। তাহাতে আত্মা ও শরীর

উভয়ই দূষিত হয় ; এমন কি, তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের মহামূল্যরত্নস্বরূপ সতীত্ব-ধর্ম্মও রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে।

রোজিয়ার নামে একজন ফরাসী-দেশীয় চিকিৎসক বলেন, বালিকারা বলের সহিত পুনঃ পুনঃ হস্তমৈথুন করিলে, তাহাদের গলা ফুলিয়া উঠে, কাহারও কাহারও চর্ম্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে ; কাহারও কাহারও হস্তপদে দক্র হয়। এই সকল বালিকার স্বর কর্কশ, ভগ্ন এবং ক্ষীণ হইতেও দেখা যায়। তাহাদের বক্ষ এবং তলপেটে বেদনা হইতে থাকে। পাকস্থলী টানিয়া ধরে, প্রদর রোগ বদ্ধমূল হয়; শরীরের নানাস্থানে বেদনা ও টানিয়া ধরে ; আহারান্তে উদ্গার উঠিতে থাকে, উদর বড় হইয়া পড়ে, পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে, এবং শিরাবেদনা ও অস্থিরতা প্রভৃতি কত উপদ্রব ঘটে। ইহাদের মুখ বসিয়া যায় ; রোগীর ন্যায় ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে ; চক্ষে ঝাপসা ঠেকে, ওষ্ঠ রক্তহীন হয় ; এবং দন্তের চারিদিকে ক্লেদ জন্মে। নারীজাতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একেবারে বিলোপ হয়। পুরুষজাতির তুলনায় স্ত্রীজাতির শরীর ও মন অধিকতর ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু, এই কদর্য্য অভ্যাসের নিমিত্ত অবশেষে যে অনুশোচনা ও দুঃখের উদ্রেক হয়, তাহা আবার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর।

উক্ত জঘন্য প্রবৃত্তি হইতে নৈতিক অবনতিরও পরাকাষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়, মন নিয়তই ঐ পাপ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকায়, অন্য কোনরূপ চিন্তায় সুখী হয় না। এই সকল ভ্রান্ত বালিকাদের কুচিন্তাই অত্যন্ত আমোদজনক হয় বলিয়া, তাহারা উহাতে একে-

বারে সম্পূর্ণ আসক্ত হইয়া পড়ে.; এমন কি তাহারা উচ্চতর এবং অতীব পবিত্র সুখভোগেও পরাঙ্মুখ হয়। টিসট্ নামক এক জন চিকিৎসক হস্তমৈথুনাসক্ত কোন স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে সে আদৌ স্বামিসহবাস চাহিত না ; বরং তাহাতে বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিত। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই কুৎসিত কার্য্য শিখিয়া অনেকে যুবতী হইয়াও বিবাহ করে না ; কারণ, তাহারা জানে যে তাহাতে তাহাদের শিক্ষিত সুখের ব্যাঘাত ঘটিবে।

হস্তমৈথুনে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের স্খলন কিছু কম হয়, এজন্য তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কার্য্যে রত থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক দিন পুনঃ পুনঃ এই কার্য্য করিলে, পরিণাম যে সঙ্কটাপন্ন হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহা হইতে চিত্ত-বিকার, উন্মত্ততা, কামোন্মাদ, আত্মহত্যা প্রভৃতি কত প্রকারের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। বার্লিন নগরের ডাক্তার ভি গ্রেফিয়া হস্তমৈথুন বন্ধ করিয়া এক যুবতীর জড়তা রোগ আরোগ্য করিয়া-ছিলেন।

অতঃপর আমরা চিকিৎসার বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিতেছি। বলা বাহুল্য, চিকিৎসার পূর্ব্বেই অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিতে এবং মনকে উচ্চ পথে চালিত করিতে হইবে। দুর্ব্বলতার জন্য উত্তম পথ্যের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিবসে দুইবার চায়না ২x ব্যবস্থেয়। আক্ষেপ ঘটিলে, তৎকালে নক্সভমিকা ও সিপিয়া ৩x। অত্যন্ত ক্লান্তিবোধে আর্জ্জিক ৩x দিবসে দুইবার দেওয়া

যাইতে পারে। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা বা ভীতিসঞ্চারে হায়োসিয়ামাস্ ৩x দিবসে তিন চারিবার দেওয়া আবশ্যক। নৈরাশ্য বা ক্রন্দনশীলতায় ইগনেশিয়া ৩x। মৃগীর কোন চিহ্ন থাকিলে, কুপরাম মেট ৬x। অন্যমস্কতা বা স্মরণশক্তির হ্রাসে সালফার ৩x। কামোন্মাদে ক্যান্থারিস ৩x। কর্কট, ডিম্ব, পচা মাংস প্রভৃতি-কুপথ্য পরিত্যজ্য। পূর্ব্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আর কোন সন্দেহই থাকে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বাঙ্গদোষক শুক্রমেহ।

অসঙ্গত বা অনিচ্ছায় শুক্রস্খলনকেই শুক্রমেহ কহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে যে কারণে উহার উৎপত্তি হয়, সে সকলও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এই রোগে জননেন্দ্রিয়ের নানাস্থানের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে। প্রতিনিয়ত শুক্রস্খলনে যে যে উপদ্রবের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করিতেছি।

শরীরের তাবৎ যন্ত্রই বিকৃত এবং পীড়িত হয়; রোগী কোন্ যন্ত্রের পীড়া এবং পীড়ার অবস্থাই বা কিরূপ, সচরাচর তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ না হইয়া, সাধারণতঃ মনের অসুখ, আলস্য, দৌর্ব্বল্য, কম্পন প্রভৃতি ভোগ করে। সমস্ত শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে; শারীরিক বা মানসিক কোন কার্য্যেই মনঃ-সংযোগ হয় না। রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়ে; তাহার প্রগাঢ় নিদ্রা হয় না, প্রাতে উঠিয়াও সে আপনাকে সতেজ মনে করে না; মস্তকে ভারবোধ হয়। দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত শরীর দুর্ব্বল মনের যন্ত্রস্বরূপ। শরীর ব্যথিত হইয়া মনও ব্যথিত হইলে ক্রমশঃ উহার তীক্ষ্ণতাও মন্দীভূত হইয়া পড়ে। শারীরিক যন্ত্র সকল এইরূপে পীড়াগ্রস্ত হইলে, বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। দেহ

ও মন, এই উভয়ে এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ যে, একটীর উপর আর একটী সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এই রোগে সর্ব্বদাই মানসিক পীড়া বর্ত্তমান থাকে। মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত হয়, তাহাতে শরীর ও মন উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে। নৈরাশ্য, আত্মহত্যা, উন্মাদ, মানসিক তেজের সম্পূর্ণ বিনাশ প্রভৃতি কত প্রকারের যে অনর্থ সংঘটন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনের দোষে পৌরুষ দৌর্ব্বল্য এবং নানাপ্রকারের পক্ষাঘাতাদিও দৃষ্টিগোচর হয়। স্নায়ুমণ্ডল ও শোণিত উভয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। শোণিতের বিশুদ্ধতায় স্নায়ুমণ্ডল সতেজ থাকে। পৈশিক শক্তির হানতায় রক্তের সঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। শুক্রমেহে যে কেবল রক্তের বিশুদ্ধ উপাদানের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, তদ্দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়, তাহা নহে, উহাতে মেরুদণ্ডের স্নায়ুর এবং ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের মজ্জা পর্য্যন্ত দূষিত করে।

ইহার দ্বারা মূত্রাশয়, অন্ত্র ও মলদ্বারও বিকৃত হইয়া থাকে। উরু দেশের পেশী সকল জড়িত হয়, কখন কখন জিহ্বা, অথবা মূত্রাশয়-সঙ্কোচক পেশীও বিকৃত হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক-রোগ প্রবল থাকিলে একটীর পর আর একটী যন্ত্র বিকৃত হইতে থাকে। তোৎলা বা বোবা হইলেই বুঝা যায়, যে মস্তিষ্কের নিকটবর্ত্তী কোন স্নায়ু দোষগ্রস্ত হইয়াছে। জিহ্বা বিকৃত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে উন্মাদাবস্থা ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। হস্ত-মৈথুন ও অনিয়মিত বীর্য্যপাতে অসাধ্য তাণ্ডব রোগেরও উৎপত্তি

হইতে পারে। উঁহা হইতে মস্তিষ্ক পীড়ার সঞ্চার হইলে, মুখমণ্ডলের পেশী-সমূহের জড়তা হয়-; প্রতিকৃত না হইলে, তাহাতে চক্ষু ও কর্ণ সম্বন্ধীয় স্নায়ুমণ্ডলী এবং পক্ষদ্বয়ের পেশী সকল অকর্ম্মণ্য হইলে চক্ষুর মুদ্রণ বা উন্মীলনের ব্যাঘাত করে।

মগনিটা লিখিয়াছেন—এক যুবা পুরুষ দিনের মধ্যে ৫।৬ বার করিয়া হস্তমৈথুন করিত, তাহাতে সে একেবারে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, মেরুদণ্ডের উত্তেজনা শুক্রমেহের অত্যন্ত অশুভ পরিনাম। ইহা স্নায়ু বেদনা ও প্রদাহের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, ইহাতে জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠের নিম্নভাগে বেদনা হয়; সুড় সুড় করে; ভার বোধ অথবা চাপিয়া ধরার মত বোধ হয়; পরে দুর্ব্বল জননেন্দ্রিয় দিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে আইসে; অতঃপর অণ্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গে যায়; ক্রমে জঙ্ঘা ও উদরের অধোদেশকে আক্রমণ করিয়া উপরের অন্যান্য অঙ্গকেও আক্রমণ করতঃ অনিবার্য্য অস্থিরতার উৎপাদন করে।

শুক্রমেহে যাবতীয় যন্ত্রেরই বিকার ঘটিতে পারে। কর্ণসংক্রান্ত স্নায়ুও এরূপ অসহনশীল হয় যে, উচ্চ কথা গীতবাদ্যাদি সহ্য করিতে পারে না। রোগী কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয় না। লিখনপঠনাদি একেবারে পরিহার করিয়া তাহাকে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হয়। অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, আলস্য, স্বাদ ও গন্ধগ্রহে অক্ষমতা, চক্ষে কণ্ডু ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা, আরও যে কত প্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, সে সমুদয় বর্ণন করা দুষ্কর।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্বাস যন্ত্র, হৃদয় ও অন্যান্য স্থানের উপর শুক্রমেহের কার্য্য।

শুক্রমেহে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে, শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ারও ব্যাঘাত হয়, তাহাতে বক্ষে ভারবোধ এবং শ্বাসকৃচ্ছে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়। ফুসফুস এবং বায়ুনলীর জড়াবস্থায় দীর্ঘ-কাল স্থায়ী শুষ্ক কাশির উদ্রেক হইয়া থাকে, ক্রমে হৃৎকম্পও আসিতে বাকী থাকে না। অতিরিক্ত শুক্রব্যয়ে ভবিষ্যতে যে শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যে শুষ্ক কাশি, দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, অস্থিরতা, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি অনেকানেক উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে, ইহা সকল চিকিৎসকেরই অভিপ্রায়।

হস্তমৈথুন, শুক্রমেহ এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায় হৃদয় ও বৃহৎ রক্তবাহিনী নালীতে রোগ জন্মে। অনেক সময় এরূপও দেখা যায়, যে শারীরিক যন্ত্র সকল প্রকৃতরূপে স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম, অথচ স্পষ্টতঃ কোন রোগও পরিদৃষ্ট হয় না। মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইলে ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠের মজ্জার ঊর্দ্ধভাগ, ক্রমশঃ তথা হইতে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। তাহাতে গ্রীবা ও মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা, এমন কি সময়ে, সময়ে ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত হইতে পারে। হস্তমৈথুন বা শুক্রমেহ হইতে হস্ত, পদ,

জানু ও অঙ্গুলিতে বাতিক বেদনা, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদিব কম্পনও সংঘটিত হয়। পুনশ্চ, অতিবিক্ত ইন্দ্রিয়চালনাব মৃগী রোগ এবং উদ্ধত নৃত্য বোগও হইতে দেখা গিয়াছে।

স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যশক্তির ব্যাঘাত হইলে, পাকস্থলীব স্নায়ু সকল দুর্ব্বল হয়। তন্নিমিত্ত তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা, আক্ষেপ ও আরও কত প্রকাব উপসর্গ ঘটে; পবিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পেশীসমূহেব কার্য্যেব ব্যাঘাত হইলে,সমস্ত শরী-বের তাপাংশেবও হ্রাস হয়। তদ্দ্বাবা ক্ষুধামান্দ্য,অজীর্ণ,স্ফূর্ত্তিহীনতা উৎপন্ন হইয়া শরীব ও মনকে যৎপবোনাস্তি দুঃখময় করিয়া ফেলে।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অর্শোরোগ জন্মে। মূত্রাশয় এবং মূত্রনালীব মুখে প্রদাহ হয়। মূত্রাশয় প্রকৃত অবস্থায় থাকে না বলিয়া মূত্রনালী সঙ্কীর্ণ, না হয় বিস্তীর্ণ, বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্র, না হয় ত মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা ঘটে।

ইন্দ্রিয়চালনার পবাকাষ্ঠা হইলে, অবশেষে এক বিষম পরিণাম উপস্থিত হয়। ইহাকে ধ্বজভঙ্গ বলে। ইহা দুই প্রকার। ১ম, কাহারও কাহারও স্ত্রীসহবাসে আদৌ শক্তি থাকে না; ২য়, কাহারও কাহারও উহাতে শক্তি থাকে; কিন্তু গর্ভ উৎপন্ন হয় না। প্রথমোক্ত ধ্বজভঙ্গ পুরুষের স্ত্রীব প্রতি বিরক্তিজন্য হইতে পারে; অথবা পরস্পরের প্রতি পবস্পরের প্রগাঢ় অনুরাগের পর বিরাগ-বশতও হইতে পারে; অথবা পূর্ব্বকৃত পাপের স্মরণ-জন্যও হইতে পারে; অথবা বাল্য-কুস্বভাব-বশতঃ বৈবাহিক সুখবোধের নিকৃষ্টতা—জ্ঞানেও হইতে পাবে।

নিমিয়ার-নামক একজন সুবিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন যে, অনেক যুবা পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে বারবনিতা-ভোগে উন্মত্ত হইয়া, আপনাদিগকে পুরুষত্বহীন মনে করে। ইহাতে তাহাদের নিজের নিজের দোষই প্রকাশ পায়। যদি তাহারা বারবনিতা-সহবাসে বলক্ষয় না করিয়া, বৈবাহিক সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে অবশ্যই সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া, মনের সুখে কাল যাপন করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে যে রোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সেই রোগজন্য পুরুষাঙ্গের উদ্গম-রাহিত্যই দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বজ-ভঙ্গ। হস্তমৈথুনকারীরা অযথা শুক্রব্যয়ে এই রোগ আনয়ন করে, কারণ, উক্ত কার্য্যে পুরুষত্ব-রক্ষক ঝিল্লি সকল সঙ্কুচিত ও শিথিল হইয়া পড়ে। ইহাদের বীর্য্য বিনা সহবাসেই উদ্গম ব্যতীত নির্গত হয়; দৈবগতিকে বা কৃত্রিম উপায়ে উদ্গম হইলে, তৎক্ষণাৎ বীর্য্য ক্ষরিত হইয়া যায়; তদ্দ্বারা কামোন্মত্ত স্ত্রীর মনে যে কি বিষম ঘৃণা ও নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায় না। রতিক্রিয়ার এবংবিধ ব্যাঘাতে, স্ত্রীর মন অত্যন্ত কামপরবশ হইয়া, তাহার স্নায়বিক কার্য্যের হানি ঘটায়, তাহাতে মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগের সঞ্চার হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং এমন কি জীবনেরও হানি ঘটাইয়া থাকে।

আর এক প্রকারের ধ্বজভঙ্গ আছে, তাহাতে রতি-ক্রিয়া চলে, কিন্তু, সন্তান উৎপন্ন হয় না; কারণ, তাহার বীর্য্যে উপযুক্ত কীটাণু থাকে না। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্বজভঙ্গ যেরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক, ইহা তদ্রূপ নহে, কিন্তু সংসারাশ্রমে

প্রবেশ করিয়া সন্তানসন্ততির মুখদর্শন না করাও যে অনন্ত নরকের ফল, ইহা কে না বলিবে ?

হস্তমৈথুন ও শুক্রমেহে বীর্য্য এরূপ জলবৎ তরল এবং নিস্তেজ হয়, যে, তাহাতে উৎপাদিকা শক্তি মোটেই থাকে না। মূত্র-নালীর পথের পেশী সকল পীড়িত ও নিস্তেজ হইলে, বীর্য্য স্খলিত হয় মাত্র, কিন্তু সহবাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পুরুষাঙ্গের অগ্র ত্বক সঙ্কুচিত হইয়া পুরুষাঙ্গের ঘাড়ে এরূপ জোরে বসিয়া যায়, যে, তাহাতে বীর্য্য নির্গত হইতে পারে না। ইহাও ধ্বজভঙ্গের কারণ হইতে পারে।

অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং স্থূলকায় লোকের অন্য-প্রকার ব্যামোহও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীসহবাসকালে তাহাদের পুরুষাঙ্গের উদ্গম হয়, কিন্তু বীর্য্যপাত হয় না। কাহারও কাহারও পুরুষাঙ্গ উদ্গত হইলে, মূত্রনালী সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহাতে নির্গমন-মার্গ রুদ্ধ হওয়ায়, সঙ্গমেও বীর্য্যপাত হয় না। এরূপ রোগ প্রায় দুঃসাধ্য।

অণ্ডকোষ হ্রস্ব এবং কঠিন হইলেও এই রোগের পরিণাম অশুভ হইয়া থাকে। জলদোষাদি অণ্ডকোষের পীড়ায় প্রায়ই ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত করে, কারণ, উহাতে স্ত্রীসহবাসাদি যেমন অসাধ্য, তেমনি কষ্টকর। অণ্ডকোষে বীর্য্য সঞ্চিত হইয়া উহার চর্ম্ম স্ফীত হইলে, প্রায়ই ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধ্বজ-ভঙ্গ রোগের এইরূপ নানাপ্রকার কারণ পরিদৃষ্ট হয়। সকল গুলিই প্রায় অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনার প্রতিফল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ধ্বজহীনের বিবাহ সুখকর নহে।

কদর্য্য অভ্যাসে বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনায় শারীরিক যন্ত্র সকল ভগ্ন হইয়া পড়িলে, রোগী হতাশ হইয়া আপনাকে দুশ্চিকিৎস্য-রোগাক্রান্ত মনে করে। এই জন্য অনেকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না; কেবল স্বকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে থাকে। ফলতঃ, কুকার্য্যে রত থাকিলে, তাহার বিবাহও কোনক্রমে বিধেয় নহে; তজ্জন্য যত শীঘ্র সে উক্ত কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, ততই মঙ্গল। উক্ত কদর্য্য কার্য্যকে অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া যখনই তাহার জ্ঞান জন্মিবে, তখনই তাহার পুরুষত্ব প্রাপ্তির কতকটা আশা করা যাইতে পারে। কৃত কার্য্যের জন্য যদি সে আপনাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই তাহার চিকিৎসা করান আবশ্যক। সর্ব্ববিধ উপায় অপেক্ষা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই এ রোগের প্রধান ঔষধ। অবশ্য, বিবাহান্তে স্বামী হইয়া তাহাকে স্বামীর কর্ত্তব্যে অবহিত হইয়া না থাকিলে চলিবে না। বলা বাহুল্য, তৎকালে কোন দোষ থাকিলে, বিবাহান্তে সে দোষের সম্পূর্ণ অপগমই খুব সম্ভব।

বিবাহিত অবস্থায় সহবাসেচ্ছা স্বাভাবিক এবং প্রণয়নিমিত্তক বলিয়া, তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে; অনেক ক্ষীণ-

ধাতুর লোকও বৈবাহিক প্রণয়সুখে সবলধাতু হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ক্ষীণ-বীর্য্য বিবাহান্তে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়াছে; ইহার শত সহস্র নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে কুপ্রবৃত্তি-গুলিকে বলপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া পবিত্র পথের দিকে চালিত করিতে হইবে। নতুবা, সুখী হইবার আশা অতীব অল্প। একজন তরুণবয়স্ক ছাত্রের পাঠাবস্থায় সপ্তাহে ৫।৬ বার করিয়া স্বপ্নদোষ হইত। তন্নিমিত্ত তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, সে পাঠাদিতে আদৌ মনঃসংযোগ করিতে পারিত না; দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিত। একজন চিকিৎসকের নিকট রোগের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক জানাইলে, চিকিৎসক তাহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহাতে রোগী উত্তর করিল যে, কদর্য্য অভ্যাসে তাহার পুরুষত্ব নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং, বিবাহের আশা তাহার আদৌ নাই। বলা বাহুল্য, তৎকালে সে হস্ত-মৈথুন পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহাকে স্বাস্থ্যভঙ্গ, মানসিক বিকার প্রভৃতি পূর্ব্বকৃত কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইতেছিল; অধ্যয়নাদিত একেবারেই ছিল না; অধিকন্তু, গুপ্তভাবে তাহাকে আরোগ্য-লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসক মহাশয় তাহার রোগ অসাধ্য নহে বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দান করতঃ ঔষধি ব্যবস্থা করিলেন। দুই তিন মাস বিশ্রাম ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ঔষধি সেবন করায়, তাহার পুরুষত্বহীনতা দূরীভূত হইল; স্বাস্থ্য পুনরাগমন করিল। তিনি পুনর্ব্বার কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ-সমাধা করিলেন; তৎপরে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইয়া এক যুবতীর প্রণয়-পাশে বদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিবাহে তাঁহার স্বপ্নদোষাদি দূরীভূত হইবে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পুরুষত্বের হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে, যাবৎ এই গুলি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম না হইয়াছিল, তাবৎ ঐ ব্যক্তি বিবাহ করিতে অসম্মত ছিলেন। বিবাহান্তে তাঁহার সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইল এবং কালক্রমে অনেক গুলি সন্তানসন্ততিও হইল; তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও ধাতু-দৌর্ব্বল্যের নিমিত্ত কষ্টভোগ করেন নাই।

জগতে পূর্ব্বোক্ত নিদর্শনের ন্যায় নিদর্শন নিতান্ত বিরল নহে। বিবাহ কামবৃত্তিচরিতার্থতার উপায় নহে! উহার উদ্দেশ্য মহৎ; পুরুষত্ব-রক্ষা এবং কৌমারজীবনের অনেকানেক অনিষ্ট-নিবারণের নিমিত্ত উহাকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেম ও কামবৃত্তি এক পদার্থ নহে, সাধ্বী সুন্দরী ভার্য্যার প্রেম অনুপম স্বর্গীয় পদার্থ; সুতরাং, উহা পুরুষত্বনাশক না হইয়া যে পুরুষত্ব-বর্দ্ধক হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরন্তু, বিবাহকে কামবৃত্তি-চরিতার্থতার পথ মনে করিলেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়; এইরূপ স্বর্গীয় প্রণয় কামের স্থান অধিকার করে। বিবাহের পূর্ব্বে কাম-পরতন্ত্র হইলে হস্তমৈথুনের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, বিবাহান্তেও ঐ প্রবৃত্তি পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকিলে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়; তাহাতে শারীরিক ও মানসিক তেজ, স্নেহমমতা, সুখসচ্ছন্দতা ও সাংসারিক শান্তি সব ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উপসংহারে আমরা যুবকগণকে বলিতেছি যে, পবিত্র ইচ্ছায় পবিত্র বিবাহ সুখকর। বাল্যকালের কদর্য্য অভ্যাস-দোষে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ বা শুক্রমেহাদি ঘটিয়া থাকিলেও তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হও নাই; বা তোমাদের পুরুষত্ব যায় নাই। দুশ্চিন্তা, দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় প্রেম ও পবিত্র বিবাহের অধীন হও; ইন্দ্রিয়-চালনার আতিশয্য ত্যাগ কর; সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর; নিশ্চয়ই শরীর ও মনে শক্তি পাইবে, রোগ বা ধাতুদৌর্ব্বল্য কোথায় পলাইবে। স্মরণ রাখিও নিয়মে শরীরে শক্তি ও সৌন্দর্য্য, আর অনিয়মে রোগ ও দুর্ব্বলতা অপরিহার্য্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা।

কি কি কারণে মানবের অকালে ধ্বজভঙ্গ রোগ এবং তদ্দ্বারা যে যে উপসর্গের সংঘটন হয়, তাহা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থাও সামান্য রূপে উল্লেখ করিয়াছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা ঔষধ ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা বিশেষরূপে বিবৃত করতঃ গ্রন্থ-সমাপ্তি করিব।

অতঃপর আমরা রোগ-নিচয়ের যে যে কারণের উল্লেখ করিব, তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, নূতন ও পুরাতন।

রোগের নূতন লক্ষণে স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং শারীরিক যন্ত্র ও তত্তৎ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

পুরাতন লক্ষণে বীর্য্যাধারের ক্রিয়ার ব্যাঘাত এবং উহার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বালকবালিকা উভয় জাতির হস্তমৈথুনের যত কারণ আছে, তন্মধ্যে উদরস্থ কৃমি এবং স্থানবিশেষে কণ্ডূয়নও প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সন্তানের উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাদের উপর সন্তান-সন্ততির ভার দেওয়া থাকে, তাদৃশী মাতা ও ধাত্রীদিগের প্রতি

গ্রন্থকর্ত্তার এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন আপন আপন সন্তানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বালকবালিকাদিগের শয্যায় প্রস্রাবত্যাগ মূত্রনালী ও মূত্রস্থলীর পীড়াবশতই হইয়া থাকে: উপেক্ষা করিলে ইহা হইতেই ক্রমে কদভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। মূত্রনালীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ সহজেই তাহাদের পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত ও উদ্গত হয়; তজ্জন্য ঘর্ষণে ও হস্তামর্ষণে হস্তমৈথুন আপনাপনিই ঘটিয়া আইসে। অতএব বালকদিগের এই প্রথম অবস্থা উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ইহাকে কেবল কদর্য্য অভ্যাস বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। কারণ, এই অভ্যাস ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সুতরাং, সর্ব্বপ্রথমেই ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে যত্নের ত্রুটি সমধিক দোষাবহ।

চিকিৎসা। ক্রিমি দূর করিতে সাণ্টোনাইন, সালফার ও টেরিবিন্থ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩ষ্ঠ ক্রম সালফার দিবসে একবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ উপকার না দর্শিলে, সাণ্টোনাইন ৩x প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অথবা উহার সঙ্গে সালফার ও টেরিবিন্থ পাঁচ ফোটা করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত ব্যবহার্য্য। আর সাণ্টোনাইন চূর্ণই ব্যবহার করিবে। এই চিকিৎসায় ক্রিমি-রোগের সম্পূর্ণ নিরাকরণই সম্ভব। কণ্ডূয়ন-নিবারণের জন্য পেট্রোলিয়ম ৩x পাঁচ ফোটা করিয়া দিবসে তিন বার; নতুবা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, কোনিয়াম এবং সালফার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রিমির উৎপাতের নিমিত্ত বালিকারা হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক সাংঘাতিক রোগের সংঘটন হয়; নিদর্শন স্বরূপ

আমরা একটী বালিকার তাণ্ডব রোগের উল্লেখ করিব। কৃমির উৎপাত জন্য ঘর্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার হস্তমৈথুন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। টেবিবিস্থ ৩x ব্যবস্থা করায় তাহার পূর্ব্বোক্ত রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল। সেই বালিকার নয় বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কৃমি নিরাকৃত হইলে তাহার বলবীর্য্য এবং স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য কৃমি রোগীকেও মাসাবধি রাত্রিতে সালফার ব্যবহার করাইবার পর তাহাদের রোগের শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। সালফারের পরে সাণ্টোনাইন ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে কণ্ডূয়নের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়; সুতরাং, তদ্দ্বারা তাহার হস্তমৈথুন অভ্যাসের এই স্থলেই মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের স্থানে স্থানে চর্ম্ম-রোগ-জনিত কণ্ডূয়নেও হস্তমৈথুন অভ্যাস এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য ঘটিতে পারে। পেট্রোলিয়ম ব্যবস্থা করায় উক্ত চর্ম্মরোগ ও কণ্ডূয়নের সম্পূর্ণ শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে; কোনিয়াম ম্যাক্ এবং সালফার দ্বারাও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পেট্রোলিয়ম ও কোনিয়াম ৩x দিবসে তিনবার এবং সালফার দিবসে একবার মাত্র ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

হস্তমৈথুন-রূপ কুৎসিত অভ্যাস হইতে ধাতু-দৌর্ব্বল্যের উৎপত্তি হইলে, মন ও চিন্তা প্রভৃতিকে উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবৃত্ত না করিলে, উপকারের আশা অতি বিরল। হস্তমৈথুনের প্রতিফল-স্বরূপ, স্বপ্নদোষ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ উপস্থিত থাকিলে, যাবৎ দুর্ব্বলতার শান্তি না হয়, তাবৎ আহারের

পূর্ব্বে দিবসে তিনবার করিয়া চায়না ১x, অথবা প্লানটাগো মেজর ৩x ব্যবস্থেয। অতিবিক্ত স্বপ্নদোষে শরীর ও মন অত্যন্ত বিকৃত হইলে,ফসফরিক এসিড জলে গুলিয়া আরোগ্য পর্য্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যায় দেওয়া যাইতে পারে। প্রাতে উঠিবার সময় মস্তক-ঘূর্ণন থাকিলে, অথবা নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে রেতঃস্খলন হইলে, ফস-ফরিক এসিডের পরিবর্ত্তে সিলিনিয়াম ৩x ব্যবস্থা করা যায়। অতি-বিক্ত স্বপ্ন-দোষের সঙ্গে চিত্তবিকার, স্মরণশক্তির হ্রাস, অবসন্নতা, নৈরাশ্য, মস্তকে ভার বোধ এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা থাকিলে, সিপিয়া ৬x কি ৩x দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কোষ্ঠ-বদ্ধতার দোষে উক্ত রোগের সংঘটন হইলে,নক্স-ভমিকা ৩x বা ৬x ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ডবলিউ, এচ, বার্টনামক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ব্রোমাইড পোটেসিয়ম আধ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া ব্যবহার করাইয়া অনেক লোকের শুক্রমেহ পীড়ার শান্তি করিয়াছেন। মূত্রনালীর প্রদাহ জন্য স্বপ্নদোষের উৎপত্তি হইলে,ক্যানাবিস্ সেটিবা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার বেয়ার বলেন, অতি কঠিন স্বপ্নভঙ্গ রোগও ডিজিটেলাইন প্রয়োগে আরোগ্য হয় ; বিশেষতঃ, যদি তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও হৃৎকম্প থাকে।

স্বপ্নবিকারের জ্ঞাত কারণ সকলের নিরাকরণ করিয়া যেমন যেমন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে, তদনুযায়ী চিকিৎসা করিলেই বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য ও ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হইলে, ফেরাম ফস ও চায়না ব্যবহার্য্য ; কোষ্ঠবদ্ধতা ও অর্শে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পর্য্যায়ক্রমে নক্সভমিকা ও সালফার প্রযোজ্য ;

মূত্রকৃচ্ছ্রই উহার কারণ হইলে, এবং উহাতে পুরুষাঙ্গের উদ্গমে কষ্ট বোধ হইলে, আহারের পূর্ব্বে দিবসে তিন বার ক্যানথারিস ৩x অথবা ৬x ব্যবস্থেয়; কিন্তু পুরুষাঙ্গের শিথিলতা ও অনুদ্গম বর্ত্তমান থাকিলে এবং পৃষ্ঠে ও মেরুদণ্ডে বেদনা থাকিলে, কোনিয়াম ম্যাক্ ৬x আহারের পূর্ব্বে দিবসে তিনবার প্রদেয়; এতদ্ভিন্ন হাইপো ফসফাইট অব জিঙ্ক এবং অক্সলেট অফ সিবাস্‌ও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদের ২x দশমিক চূর্ণ অল্পমাত্রায় দিবসে তিনবার দেওয়া যাইতে পারে। অস্টিলেগো মেডিস নামক ঔষধে দীর্ঘ-কালস্থায়ী স্বপ্নবিকার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল, বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে কোন ঔষধেই উহার প্রতীকার হয় নাই।

'নূতন ঔষধ' নামক পুস্তকপ্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার ই, এম, হেল গুরুতর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে স্কুটেলেরিয়া প্রয়োগে ভূয়িষ্ঠ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বপ্নবিকার, শুক্রমেহ এবং মেরুদণ্ডের উপর কার্য্যকারী ঔষধের মধ্যে কোনিয়াম ম্যাক্, ডিজিটেলিন, ফেরাম পাইরো, নক্সভমিকা, প্ল্যানটেগো মেজর, সেলিনিয়াম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। অধিকন্তু, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের কৃশতা, নৈরাশ্য ও বিষাদ থাকিলে, চায়না, ফসফরিক এসিড, সিপিয়া ও সালফার বিশেষ কার্য্যকারী।

ঔষধ সেবনকালে পথ্যের উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যথাযথ লক্ষণ দৃষ্টে উপযুক্ত ঔষধ-নির্ব্বাচন করিলে রোগপ্রতীকারের কোন ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মৃত্যুভয়,

নৈরাশ্য প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ দূরীভূত হইয়া, দেহে শক্তিসঞ্চার, মনে সুখ ও শরীরে কান্তি পুষ্টি সবই পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রোগ-চিকিৎসা।

হস্তমৈথুন, অর্শ, ক্রিমি অথবা অন্য কোন কারণে জ্বরের আধিক্য এবং অস্থিরতা থাকিলে জ্বরের বিরাম না হওয়া পর্য্যন্ত একোনাইট ৩x ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অর্শের জন্য পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হইলে, আর পুরুষাঙ্গ উদ্গত হইয়া রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হইলে, এসকিউলাস গ্লাবরা এবং এসকিউলাস হিপোকাষ্ট ৩x ডাইলিউসন পাঁচ পাঁচ ফোঁটা দিবসে তিন বার ব্যবহার করান যাইতে পারে। বালকবালিকাদিগের হস্তমৈথুনের কারণ ক্রিমি বা চর্ম্মরোগ হইলে, কণ্ডূয়ন-নিবৃত্তির জন্য এমোনিয়া ১x জলের সহিত মিশাইয়া তাহা প্রয়োগ করিবে।

হস্তমৈথুন হইতে সম্পূর্ণ ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং অণ্ডকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে, বাহ্যের বেগে শুক্রনিঃসরণ এবং পুরুষত্বহীনতা, চিত্তের অবসাদ, স্মরণশক্তির হ্রাস, আত্মগ্লানি, সাধারণ দৌর্ব্বল্য এবং শুক্রমেহে এগনাস ক্যাসটাস পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিবসে তিন চারিবার ব্যবহার করান উচিত।

হস্তমৈথুন এবং স্বপ্নদোষের জন্য উৎসাহহীনতা বা আত্মহত্যার ইচ্ছা হইলে, অরাম মিউরিএটিকাম ৩x চূর্ণ দুই গ্রেণ পরিমাণে সকালে সন্ধ্যায় প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আঘাতজন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শুক্রমেহে আর্ণিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ২x ক্রম এক ফোঁটা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করান যাইতে পারে।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনার জন্য স্বপ্নদোষে মস্তকে বেদনা ও ভারবোধ থাকিলে, বোভিষ্টা ৩x চূর্ণ দুই গ্রেণ পরিমাণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া আবশ্যক। হস্তমৈথুনে অনিচ্ছা জন্মাইবার জন্য ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিতে স্বপ্নদোষেরও ইহা অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, পুমঙ্গের শিথিলতা, অজ্ঞাতসারে রক্তের সহিত শুক্রক্ষরণ,অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা, কামোন্মাদ প্রভৃতিতে ক্যান্থারিস ২x ক্রম পাঁচ ফোঁটা করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে বিশেষ পাওয়া যায়।

নিদ্রাকালে অজ্ঞাতভাবে স্বপ্নদোষে কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ৩x চূর্ণ রাত্রিতে ব্যবস্থা করিবে। ধ্বজভঙ্গের সঙ্গে প্রবল কামেচ্ছা এবং রাত্রিতে স্বপ্নদোষ, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য থাকিলে চায়না ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। হস্তমৈথুন এবং তজ্জন্য উপসর্গেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা—অরিষ্টের এক ফোঁটা, অথবা ২x চূর্ণ দুই গ্রেণ পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। দিবসে তিনবার পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় ষ্টাফিস সেগেরিয়া ব্যবহারে অনেক ধ্বজভঙ্গ রোগের শান্তি হইয়াছে।

অত্যন্ত কামোদ্রেকের পর রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হইলে এবং অণ্ডকোষে বেদনা থাকিলে, কোকিউলাস ৩x দশমিক জলের

সহিত পাঁচ ফোঁটা দিবসে তিনবার ব্যবস্থেয়। পৃষ্ঠে অল্পাধিক বেদনা থাকিয়া স্বপ্নদোষ হইলে, পুরুষাঙ্গের উদ্গম ব্যতীতও কামোদ্রেক হইলে এবং বীর্য্যনির্গমনে কষ্টবোধ থাকিলে, কোনিয়াম ম্যাক্ ব্যবস্থা করা যায়। হস্তমৈথুন জন্য মৃগীরোগে অনেক ঔষধ দিয়াও কোন উপকার হয় নাই। শেষে কুপ্রাম মেট দুই গ্রেণ মাত্রায় ১৬।১৮ দিন ব্যবহার করায় রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইয়াছিল। ডাক্তার হেল বলেন, শুক্রমেহের সঙ্গে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অবসাদ থাকিলে সাইপ্রিডিয়াম নামক ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রমেহের সঙ্গে অল্প নড়ন চড়নেই হৃৎকম্প, দিবারাত্র পুরুষাঙ্গের উদ্গম এবং তাহাতে কষ্টবোধ, দুঃস্বপ্নান্তে স্বপ্নদোষ এবং পরে পুরুষাঙ্গে বেদনা বোধ হইলে, ডিজিটেলিস ও ডিজিটেলিন ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

বিনা উদ্গমে রাত্রিতে স্বপ্নদোষ, দিবসে প্রস্রাবের সহিত শুক্রনির্গমন, আলস্য ও অবসন্নতা, পুরুষাঙ্গের হীনতা এবং কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গে ইরিঞ্জিয়ম একোয়াট ব্যবস্থা করা ভাল।

হস্তমৈথুনদোষে স্ত্রীলোকেরা রুগ্ন ও বিবর্ণ হইয়া গেলে, ফেরাম হাইপোফসফাইট ৩x চূর্ণ তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়।

দুর্ব্বলতাজন্য শুক্রমেহে, বিনা উদ্গমে অনিচ্ছায় স্বপ্নদোষে, বীর্য্যাধারের দুর্ব্বলতায়, প্রস্রাবাদিতে শুক্রস্খলনে, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতায়, দুঃস্বপ্নান্তে নৈশ স্বপ্নবিকার এবং তৎপরে অবসন্নতা ও মানসিক অস্থিরতায় জেলসিমিনাম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিরই অত্যন্ত প্রবল কামেচ্ছায় হাইওস্কিয়মাস ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

শুক্রমেহে মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, এবং তৎসঙ্গে উৎসাহের হীনতা, চিত্তের চাঞ্চল্য, ও প্রণয়-স্বপ্নান্তে শুক্রস্খলনে আইরিস ভারসিকোলার ৩x পরিস্কৃত জলে পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে তিন চারি বার সেবন করাইলে অবশ্য উপকারের আশা করা যায়।

প্রণয়সূচক স্বপ্নান্তে পুরুষাঙ্গ উদ্গত হইয়া স্বপ্নবিকার হইলে, কেলি ব্রোম ৩x চূর্ণ তিন গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিন বার দেওয়া যাইতে পারে। হস্তমৈথুন দোষের জন্য মূর্চ্ছা ও নৈশ স্বপ্নবিকারে এবং তৎসঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নির্গমনে ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬x বা ৩০x ক্রম পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে চারিবার সেবন করাইতে হয়। হস্তমৈথুন নিমিত্ত স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা এবং নৈশ আক্রমণে কুপ্রাম ও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মানসিক, স্নায়বিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, কোষ্ঠবদ্ধতায়, পুরুষাঙ্গের শিথিলতায়, অল্প উদ্গমে বা স্ত্রীলোকের আলিঙ্গনেও উদ্গমাভাবে, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনার ফলস্বরূপ এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, লাইকোপোডিয়ম ৬x অল্প জলে দশ ফোঁটা করিয়া দিবসে চারি বার ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

অত্যন্ত কামেচ্ছায়, রাত্রিতে কষ্টকর স্বপ্নদোষে এবং বীর্য্যের সহিত রক্ত মিশ্রিত এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে মারকিউরিয়াস ব্যবস্থা করা যায়।

নিদ্রাবস্থায় অনিচ্ছায় শুক্রস্খলনে কোষ্ঠবদ্ধতা ও লিঙ্গের শিথিলতা থাকিলে, নক্সভমিকা ৩x হইতে ৩০x পর্য্যন্ত চূর্ণ ঔষধ তিন গ্রেণ মাত্রায় শয়নের পূর্ব্বে সেবনে ফল দর্শে।

রাত্রিতে প্রণয়সূচক স্বপ্ন দেখিয়া লিঙ্গোচ্ছ্বাস ও জাগরণান্তে শুক্রস্খলন হইলে, ওপিয়ম ৩x অরিষ্ট বা চূর্ণ যাবৎ উপশম না হয়, তাবৎ দিবসে দুই বার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কামেচ্ছার অভাব, পর্য্যায়ক্রমে পুরুষাঙ্গের উদ্গম ও শিথিলতা এবং তজ্জন্য বীর্য্যের অনিঃসরণ, অথবা রোগী বিরক্ত এবং চিত্তবিকারগ্রস্ত হইলে, ফসফরিক এসিড ৩x পাঁচ ফোঁটা মাত্রায়, যাবৎ উপশম না হয়, তাবৎ ব্যবহার করান যাইতে পারে।

অণ্ডকোষে চর্ম্মরোগের জন্য কণ্ডূয়নাদিতে হস্তমৈথুন অভ্যাস ঘটাইলে পেট্রোলিয়ম প্রয়োগে উভয়েরই শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। মাত্রা তিন ফোঁটা করিয়া দিবসে তিন বার।

পুরুষের অত্যন্ত প্রবল কামোদ্রেকে এবং স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততায় প্লাটিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬x চূর্ণ মাত্রা তিন গ্রেণ; পথ্যের সুব্যবস্থা ও শীতল জলে স্নান উপকারী।

জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যে পলসেটিলা ব্যবস্থেয়, কদর্য্য অভ্যাস বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা জন্য শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদনা এবং দুর্ব্বলতায়ও ইহা ব্যবহার করা যায়। হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনায় মেরুদণ্ডের উত্তেজনা, পৃষ্ঠবেদনা, অত্যন্ত কামেচ্ছা এবং স্বপ্নদোষে রাস টক্স-ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ২x কিংবা

৩x অবিষ্ট অল্প জলে পাঁচ ফোঁটা ব্যবহার করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কৃমি জন্য কামোন্মত্ততার স্যাবাডিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বীর্য্যস্খলন জন্য-খঞ্জতায় সেলিনিয়াম বিশেষ উপকারী।

দীর্ঘকালব্যাপী হস্তমৈথুনে প্রবল কামেচ্ছা, সর্ব্বক্ষণ মনের অসুখ এবং রোগের ভয় থাকিলে, ষ্টাফিসেগ্রিয়া ৩x অবিষ্ট পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিবসে তিন বার সেবনে অনেক সময় উপকার দেখা গিয়াছে।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অস্থিরতায় হাইপোফসফাইট অব লাইম এবং সোডা অল্প সিরাপের সহিত তিন গ্রেণ পরিমাণে আহারের পূর্ব্বে দুই তিনবার ব্যবহার করাইলে, রোগের উপশম এবং শরীরে বলাধান হয়।

সম্প্রতি মনো ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফার শুক্রমেহের মহৌষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা শয়নের পূর্ব্বে তিন চারি গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষত্ব-হীনতায় তাড়িতের কার্য্য।

পুরুষত্ব-হীনতায় তাড়িতের কার্য্যই এক্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আধুনিক অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক যাবতীয় ঔষধের মধ্যে ইহাকেই আশু ফলপ্রদ ও উপযোগী মনে করিতেছেন। কিন্তু অনেক স্থূলদর্শী চিকিৎসক এই বীর্য্যবান ঔষধের মাত্রা বিচার না করিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় পুনঃ পুনঃ বা দীর্ঘকাল ব্যবহার দ্বারা রোগের বৃদ্ধি ঘটাইয়া, অনেক সময়ে রোগ অসাধ্যও করিয়া তুলেন। সুতরাং, তাড়িত-প্রয়োগ যে সবিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে আমরা কেবল চিকিৎসকেরই দোষ দিই না; প্রায়ই এরূপ দেখা যায়, অনেক সময় অস্থির রোগী রোগ-যাতনায় কাতর হইয়া চিকিৎসককে পুনঃ পুনঃ ঔষধ-প্রয়োগ করিতে বাধ্য করে।

রোগীর অবস্থানুসারে ফ্যারাডিক, গ্যালভানিক বা ষ্টেটিক যে কোন প্রকারের হউক তাড়িত কার্য্যকারী হইতে পারে। সাধারণতঃ রোগোপশমনার্থে অথবা স্থানিক প্রয়োগের নিমিত্ত তাড়িত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফ্যারাডিক তাড়িতই অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। অর্শ, নানা প্রকারের মেহ বা বাহ্যে প্রস্রাবের কালে শুক্রনির্গমন ব্যতীত আর

সর্ব্বত্রই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। রোগী অত্যন্ত রক্তহীন না হইলে, বলাধান-কার্য্যের নিমিত্ত ইহার নেগেটিভ পোল পদতলে প্রয়োগ করিবে এবং পজেটিভ স্পঞ্জ সমস্ত শরীরে মর্দ্দন করিবে। রোগীর অনুভব শক্তির অনুসারে তাড়িত প্রবাহ নিয়মিত করা আবশ্যক; অর্থাৎ, রোগী যেন তাহাতে কোনপ্রকার ক্লেশানুভব না করে। একদিবস অন্তর তাড়িত-প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত। প্রয়োগকালও বিশ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।

ফারাডিক নামে তাড়িত স্রোত বাহ্যিক বা আন্তরিক উভয় রূপেই স্থানিক প্রয়োগে চলিতে পারে।

বাহ্যিক। নেগেটিভ স্পঞ্জ দৃঢ়রূপে অণ্ডকোষে ধরিবে, এবং পজেটিভ স্পঞ্জ মেরুদণ্ডে, ঘাড়ে অথবা জঙ্ঘার ভিতর দিকে বসাইয়া দিবে। অথবা বস্তিদেশে নেগেটিভ স্পঞ্জ বসাইয়া দিবে, এবং পজেটিভ স্পঞ্জ করোটি হইতে মেরুদণ্ডের অধোভাগ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বামভাগে পর্য্যায়ক্রমে বুলাইবে। উভয় প্রণালীতেই প্রতিদিন বা একদিন অন্তর তাড়িত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দশ মিনিট হইতে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত প্রয়োগকাল। রোগীর ক্লেশানুভব বুঝিয়া তাড়িত স্রোতের ইতর বিশেষ করা আবশ্যক।

আন্তরিক। মূত্রনালীর ভিতরে একটী ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করাইয়া দিবে; উহার অগ্রভাগ এক ইঞ্চি মাত্র বাদ রাখিয়া অপরাংশ রবার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। সরলান্ত্রের ভিতরও আর একটী ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।

ইহার প্রয়োগ একদিন অন্তরই ভাল, সময় ৫।৭ মিনিটের ঊর্দ্ধ নয়, এস্থলে তাড়িত-স্রোত মৃদু আবশ্যক।

উভয়বিধ। রক্তহীনতার জন্য রোগে নেগেটিভ পোলে একটা আচ্ছাদিত মূত্রনালিক ইলেক্‌ট্রোড কিংবা একটা অনাচ্ছাদিত সাউণ্ড নামে যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া এবং রক্তাধিক্য, প্রদাহ, স্ফীতি বা বেদনা যুক্ত রোগে পজেটিভ পোলে সংলগ্ন করিয়া মূত্রনালীর মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে; এবং বিপরীত পোল মেরুদণ্ডের নিম্ন-ভাগে, না হয় অণ্ডকোষের নিম্নভাগে, না হয় জঙ্ঘার ভিতর দিকে প্রবেশ করাইবে। ২।৩ দিন অন্তর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; সময় অনূর্দ্ধ ৫।৭ মিনিট। প্রবল স্রোত ব্যবহারে আপত্তি নাই, কারণ ইহার উত্তাপ উত্তমরূপে অনুভূত হওয়া চাই, বেদনাযুক্ত মূত্রনালীতে এরূপ যন্ত্র প্রবেশ অসহ্য হইলে, সরলাস্ত্রে ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করানই ভাল, প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

গ্যালভানিক স্রোত। মূত্রনালীর স্বল্প সঙ্কোচে, শুক্রমেহে বা পুরাতন প্রমেহে গ্যালভানিক স্রোত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফ্যারাডিক অপেক্ষা ইহার প্রয়োগে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, ইহার অপপ্রয়োগে অনেক সময় অনেক অনিষ্ট ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যে যে রোগে গ্যালভানিক স্রোত ব্যবহৃত হয়, তাহাতে একটি বা দুইটী পোল আভ্যন্তরিক প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত। বাইক্রোমেট পটাস-নামক দ্রব্যের সহিত সাধারণ জিঙ্ক .কার্ব্বনের অন্যূন দুই ও অনধিক ছয়টী cell কখনও ব্যবহৃত হয় না। ব্যাটারিতে ছয় হইতে দশটী পর্য্যন্ত cell ব্যবহার করা যায়।

প্রয়োগকাল দুই মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট। ইলেকট্রোড ও স্রোতাদির প্রয়োগ-প্রণালী ফ্যারাডিক স্রোতের তুল্য।

ষ্টেটিক তাড়িত। এই তাড়িত যোগে কোন রোগে বিশেষ কার্য্য দেখা যায় না, তজ্জন্য আমি বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রয়োগ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। ফ্যারাডিক তাড়িত-প্রয়োগে যেরূপ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ম্যাগনেটো ইলেকট্রিক স্রোতও সেই প্রণালীতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতিরিক্ত তাড়িত-চিকিৎসা।

জননেন্দ্রিয়-স্নায়ুবিকার সচরাচর মেরুদণ্ডের দৌর্ব্বল্য-মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনায় মেরুদণ্ডের পীড়া ঘটে, স্নায়ুবিকার তজ্জন্য হইলেও আমি স্বতন্ত্র নামকরণ করিলাম। ইহা কেবল মাত্র পুরুষের রোগ নহে। যদিও আমার রোগীদিগের অনেকেই পুরুষ। এই রোগের আরোগ্যে অনেক সময় লাগে, দীর্ঘকালের রোগে আরোগ্যের আশা খুব কম। এই রোগের প্রধান লক্ষণ পুরুষাঙ্গের উদ্গম একেবারে রহিত হয়, মুক্তত্বক্ কোমল হয়, এবং অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়ে, স্ত্রীলোক-দর্শনে এক প্রকার বিষম মনোবেদনা উপস্থিত হয়। স্বপ্নদর্শন বা মনো

মধ্যে কোনপ্রকার সুখবোধ না হইয়াও রেতঃস্খলন হইয়া থাকে। ধ্বজভঙ্গের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই, যে, এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানসন্ততি হইতে দেখা যায়; আর ধ্বজভঙ্গ রোগীদিগের অন্য প্রকার দৌর্ব্বল্যও প্রায় থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভেই এই রোগের সংঘটন হয়; আর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনাই যে ইহার মূলীভূত কারণ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য হইয়াও অনেক সময় ইন্দ্রিয়-সেবায় নিযুক্ত হইতে হয়। অনেক নারী পশুতুল্য স্বামীর চেষ্টায় অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও রতিক্রিয়ায় রত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে উদর-মধ্যে স্নায়ু-বেদনা, অল্প বয়সে দৃষ্টিহীনতা এবং মস্তকের স্থানে স্থানে ক্ষত হয় বলিয়া স্নায়বীয় রোগ প্রায়ই ঘটে; জরায়ুসংক্রান্ত রোগের লক্ষণ সকলও বর্ত্তমান থাকে; জরায়ুর অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগেও ক্ষত পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল স্ত্রীলোকের স্বামী-সহবাসে শয্যা-কণ্টকী ঘটে; এবং চিকিৎসকদিগের নিকটে স্বামী ছাড়িয়া একাকিনী থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সেই স্ত্রীর যোনিমধ্যে ক্ষত দৃষ্ট হইলে বা জরায়ু হইতে দুর্গন্ধময় পূযাদি নির্গত হইলে, তৎকালে তাহার পুরুষসহবাস চিকিৎসকগণ অবশ্যই নিষেধ করিয়া থাকেন।

চিকিৎসার সময় স্ত্রীপুরুষের সহবাস অতীব গর্হিত। তবে সমস্ত রোগীর পক্ষেই ইহা সমভাবে খাটে না। কারণ, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, স্ত্রী-সহবাস বন্ধ করায়, কোন কোন রোগী হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কাহারও বা স্বপ্নদোষ রোগ

বাড়িয়াছে। অতএব একেবারে বন্ধ না করিয়া ন্যায্যমত-কর্ম্ম করাই যুক্তিযুক্ত। স্ত্রীলোকের স্বামি-সহবাস একেবারে বর্জ্জ করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। সুতরাং, যত শীঘ্র সম্ভব, তাহাদিগকে স্বামী হইতে পৃথক করাই ভাল। ইহার পর তাড়িত প্রয়োগ করিলে আরোগ্যলাভ অতি সহজ হইয়া উঠে।

পুরুষের শরীরে আমি গ্যালভ্যানিজম্‌ই প্রয়োগ করিয়া থাকি। জননেন্দ্রিয়-স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আমি ফ্যারাডিজিম অনিষ্টকর মনে করি, কারণ, ইহা অত্যন্ত বলকারক। দিবসে দুইবার তাড়িত প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াদি যথাসাধ্য অবলম্বন করা উচিত। রোগীকে একখানি টুলের উপর বসাইয়া গাত্রের বস্ত্রাদি সমস্ত খুলিয়া দিবে। টুলের নিম্নে মৃদুস্রোত তাড়িত যন্ত্র সংযুক্ত চৌড়া স্পঞ্জের ইলেকট্রোড রাখিয়া দিবে। গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের অধোদেশ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে এই প্রকারে আঘাত করিবে, যাহাতে উহার উত্তাপ রোগী বেশ অনুভব করিতে পারে; আন্দাজ ১৫ মিনিটের মধ্যে চামড়া লাল হইয়া উঠিলেই বন্ধ করিয়া দিবে। সকল রোগীর পক্ষেই ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের প্রয়োগ-প্রণালী স্বতন্ত্র। উদ্দীপক কারণের অপসারণ করিয়া স্থানিক রোগে ফ্যারাডিক তাড়িতের স্থানিক প্রয়োগে সচরাচর উপকার পাওয়া যায়।

রোগীর কথা। মিষ্টার ডব্লিউ, আর, ধি. বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। অবিবাহিত; সওদাগরী আপিষে কর্ম্ম করেন। উচ্চে পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি। শরীরের ভার ১২০ পাউণ্ড। দশ বৎসর বয়সের সময়

হস্তমৈথুন আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসর ক্রমাগত অভ্যাস রাখেন। গড়ে সপ্তাহে ৩।৪ বার হইত। কখন স্ত্রীসহবাস করেন নাই। ব্রহ্মতালুতে ক্ষত হইয়াছিল, অধ্যয়নে কি বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশে উহা বৃদ্ধি পাইত। পৃষ্ঠদেশে ও মেরুদণ্ডে অতিরিক্ত বেদনা ছিল। দিবসে অনেকবার গা বমি বমি করিত। দক্ষিণ হস্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। দোষ বুঝিয়া শুধরাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও কথা কহিতে কহিতে আটকাইয়া যাইত। অনিয়মিত প্রস্রাব বহির্গত হইত। ইলেক্‌ট্রিক রোগীযন্ত্র দ্বারা মূত্রনালী দগ্ধ করিয়া পাঁচ মাস ধরিয়া মেরুদণ্ডীয় গ্যাল্‌ভ্যানিজিম দ্বারায় চিকিৎসা করা হয়। হস্তমৈথুন সপ্তাহে একবার রাখিবার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে অধিকতর স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা জন্মে। এতদ্দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ প্রতীকৃত না হইলেও, অতঃপর মিষ্টার বি আপীষে বিষয়কর্ম্মাদি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই পুরুষত্বহীনতা ঘটিয়া থাকে। আপামর সাধারণ অনেককেই এই রোগগ্রস্ত দেখা যায়। ইহার পরিণামও বড় বিরস। বলা বাহুল্য, ইহার চিকিৎসাও অনেক সময়ে কুচিকিৎসকের নিকট কুৎসিতরূপেই হইয়া থাকে। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয়, এ অবস্থা চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তরুণ-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের অন্তরে যখন অভূতপূর্ব্ব সুখাভিলাষ উদ্রিক্ত হইতে থাকে, তখন তাহারই পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে; অধিক কি, জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়ও সেই ভাবই তাহাদের চিত্তপটে

অঙ্কিত থাকে। হস্তমৈথুন না করিয়া পূর্ণ বয়স লাভ করিয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অতীব বিরল, যাহারা অল্প বয়স হইতেই স্ত্রীসহবাস আরম্ভ করিয়াছে, অথবা যাহারা স্বপ্নদোষ-রোগাক্রান্ত, এইরূপ দুই একটি লোককেই এই কার্য্যে বিরত দেখা যাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর বয়সের কতকগুলি লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, যে হস্তমৈথুন করে নাই, এমন একটিও তাহাদের মধ্যে পাইবে না। যুবকের মনের সঙ্গমেচ্ছা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। এতদ্দ্বারা জীবনীশক্তির যে হ্রাস হয়, সে ধারণা তৎকালে তাহাদের চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। হস্তমৈথুনকারীরা বয়োবৃদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিয়া সহবাস করিতে না শিখিলে, আর তাহাদের পূর্ব্ব প্রবৃত্তির তিরোভাব হয় না। হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস অথবা *স্বপ্নদোষ ইত্যাদি নানা কারণেই ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মাইতে পারে।*

ধ্বজভঙ্গ রোগে যেমন পুরুষদিগের কামপ্রবৃত্তি থাকে না, অনেক সময়ে স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ কামপ্রবৃত্তি নষ্ট হইতে দেখা যায়। তৎকালে তাহারা রতিক্রিয়ায় কোন সুখানুভব করে না, বা করাইতে পারে না, এবং পুরুষ সহবাসের অপূর্ব্ব আনন্দও বুঝিতে পারে না। সু-রসিক পুরুষ অজ্ঞাতসারে এইরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলে, যাবজ্জীবন মর্ম্মান্তিক জ্বালায় দগ্ধ হয়। কোন স্ত্রীলোক ডাক্তারের কাছে আসিয়া বলিল—ডাক্তার মহাশয়! কি করি বলুন দেখি? আমার স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট নহেন, আমার এই রোগের যদি কোন ঔষধ থাকে ত

বলুন, আমি তাহা ব্যবহার করিব; নতুবা, আমি স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিব না। ডাক্তার মহাশয় উত্তর করিলেন, হা অভাগিনি! ইহার কি আর ঔষধ আছে! অনেক নারীই এইরূপ মনোবেদনা সহ্য করে, শুদ্ধ তুমিই নহ।

সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে কামরিপুর হীনতায় এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আবার সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে অত্যধিক কামপরতন্ত্রতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বালক অপেক্ষা বালিকাদিগের হস্তমৈথুন অভ্যাস অনেক কম, তথাপি উহাদের সংখ্যা যে কত, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একজন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তার কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, ফ্রান্সের কথা অতি শোচনীয় বলিয়াই জানিতে হইবে। ডাক্তার ডেসলেগুস বলেন—অসংখ্য বালিকা এবং অনেক যুবতীও এই কার্য্যে রত। আমেরিকা দেশেও ইহার সংখ্যা বড় কম নহে, বলা বাহুল্য, এ দেশের যুবতী স্ত্রীদিগের মূর্চ্ছা এবং যে স্নায়ুবিকার ঘটে, এই মূল হইতেই উহার উৎপত্তি। হস্তমৈথুনকারিণীদিগের মুখভাব দেখিলেই সপ্তাহে কতবার করিয়া হস্তমৈথুন করে, বিজ্ঞ চিকিৎসক সহজেই তাহা অনুমানে আনিতে পারেন।

এই সকল রোগের চিকিৎসায় অনেক চিকিৎসক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। পুরুষের পুরুষত্ব অমূল্য নিধি! অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর বিনিময়ে সে এই ধন অক্ষুন্ন রাখিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রবঞ্চকেরা এই সুযোগে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে।

ডেমিয়ানা, ফসফরাস, কুচিলা, মৃগনাভি, জাতিফল এবং যাবতীয় লৌহ উৎকৃষ্ট কামোদ্দীপক ঔষধ বলিয়া গণ্য। ডেমিয়ানা ভিন্ন আর সকলগুলি দ্বারাই বিশেষ বিশেষ রোগে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। ডেমিয়ানা ব্যবহারে আমি কোন উপকার প্রাপ্ত হই নাই। অন্যগুলি যেমন বলকারক, তেমনি পুরুষত্বজনক। প্রকৃত কামোদ্দীপক ঔষধ এখানে আর একটিও দৃষ্ট হয় না।

এই সকল রোগে বহুদিবসাবধি তাড়িত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এমন কি ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত প্রবঞ্চকেরাও ইহার প্রয়োগে বহুতর উপকার দেখাইয়াছেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাড়িতের গুণাগুণপর্য্যালোচনা-কালে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছিল, যে হস্তদ্বারা ইলেকট্রিক ব্রুস বুলান অপেক্ষা পুরুষাঙ্গে ফ্যারাডিজিম সহজেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তদনুসারে আমি এক নূতন রকমের ইলেক্ট্রোড নির্ম্মাণ করিয়াছি, উহা গোলাকার; ধাতু-নির্ম্মিত ও উহার মধ্যভাগে একটি Piston আছে; তাহার দণ্ডের চারিদিকে স্প্রিঙ্ জড়ান; দণ্ডটি নলের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়াছে, পিষ্টনের উপরি ভাগে স্পঞ্জ দেওয়া আছে; নলের আকার নানাপ্রকার। লম্বা সাড়ে তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচ ইঞ্চি; মোটাও পোন ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি। প্রয়োগকালে নলটির ভিতর পুরুষাঙ্গ ঢুকাইয়া দিতে হয়; লবণাক্ত জলে ভিজান স্পঞ্জের গদীটী পুরুষাঙ্গের মুখে চাপিয়া বসে; ইহাতে ফ্যারাডিজিম তাড়িত স্রোতই ব্যবহার্য্য হয়। উহার তেজ এরূপ আবশ্যক, যেন রোগী অক্লেশে সহ্য করিতে পারে; রোগীকে শুয়াইয়া তাহার

কোমরের নীচে মেরুদণ্ডে বৃহৎ নেগেটিভ স্পঞ্জের ইলেকট্রোড বসাইলে, তন্নিকটস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর বলাধান হয়, তাহাতে পুরুষাঙ্গ স্থূল হয় এবং অণ্ডকোষের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তৎকালে রোগীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ, দীর্ঘকাল তাড়িত প্রয়োগে রেতঃস্খলন হইতে পারে; পাঁচ মিনিট পরে তাড়িত প্রয়োগ বন্ধ করিয়া, অথবা যতক্ষণ কষ্ট না হয়, তাবৎ উহার তেজ বাড়াইয়া দিলে আর রেতঃস্খলনের সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সাবধানে কয়েক মাস চিকিৎসা করিয়া মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর, পুরুষত্বহীনতার মর্ম্মান্তিক রোগ হইতে অনেককে মুক্ত করিয়াছি। এরূপ স্থলে নিত্যই তাড়িত প্রয়োগ করা উচিত।

স্বপ্নদোষ রোগে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, বলিতে গেলে এ রোগের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে পুরুষত্বের অভাব হয় না কিংবা জননেন্দ্রিয় বা মূত্রাশয়ের কার্য্যেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; সুতরাং, ইহাতে বলকারক তাড়িত-প্রয়োগে উপকার না হইয়া অপকারেরই সম্ভাবনা। উত্তম খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থাদি ব্যতীত অন্য কোনরূপ বলকারক দ্রব্যপ্রয়োগের আবশ্যক নাই। কারণ, ইহার দ্বারা উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে মাত্র। সুতরাং, এতৎস্থলে ফারাডিজিম প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। আমার বোধ হয়, ইহার ব্যবহারে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। ইহার পরিবর্ত্তে আমি কম তেজের গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারি ব্যবহার করিয়া

থাকি; নিউম্যান সাহেবের ইউরিথাল ইলেক্‌ট্রোড দ্বারা ইহা প্রয়োগ করিতে হয়; উহার অগ্রভাগ আস্তে আস্তে মূত্রনালীকে বিস্তৃত করে, ইহাকে মূত্রাশয়ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, এবং হস্তে ইলেক্‌ট্রোড ধরাইয়া তদ্দ্বারা তাড়িত স্রোত ঘুরাইয়া আনিলে, আস্তে আস্তে উহা বাহির করিতে হয়, এক মিনিটের মধ্যেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তীব্র তাড়িতের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশানুভব হইলে তাড়িতের স্রোত কমাইয়া দেওয়া এবং যাহাতে কেবল একটু উষ্ণতা মাত্র বোধ হয়, এইরূপ রাখাই উচিত। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ এই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিয়া থাকে। সম্প্রতি এইরূপ একটী রোগীর প্রায় দুই মাস চিকিৎসা হইতেছে, তাহার সপ্তাহে তিন চারি বার স্বপ্নদোষ হইত: এক্ষণে আট দশ দিনে একবার হইতেছে।

তাড়িত দ্বারা স্ত্রীলোকের রোগে অতি অল্পই উপকার হইয়া থাকে। এক্ষণে দীর্ঘকালের বহুদর্শিতায় আমি বেশ বুঝিয়াছি, যে, কামপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ন্যূনতায় তাড়িত সবিশেষ কার্য্যের পরিচয় দিতে পারে না। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ অণ্ডকোষাধারে ফ্যারাডিজিম প্রয়োগে, মেরুদণ্ডে এবং মধ্যভাগে গ্যালভানিজম প্রয়োগে এবং অন্যান্য স্থানে ফ্রাঙ্কলিনিজম প্রয়োগে স্থায়ী রূপ উপকার জন্মিতে পারে না। শরীর সুস্থ থাকিলে আমি স্ত্রীদিগের এরূপ চিকিৎসায় মত প্রদান করি না; স্বভাবের উপর নির্ভর করাই ভাল। কোন কোন রোগে ধাতুগত কার্য্যের

অভ্যাসে বা কামবৃত্তি মন্দীভূত হইলে তাড়িত দ্বারা উপকার দর্শে, ইহাতে মেরুদণ্ডে বা অণ্ডকোষে ফ্যারাডিক তাড়িত উপকারক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এইবার আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। পিতামাতা আপন পুত্রকন্যা-দিগকে স্পষ্ট করিয়া কুৎসিত অভ্যাসের দোষ দেখাইয়া দিলে, অভ্যাসের দাস হইলে আর ছাড়া কঠিন, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইলে অথবা গৃহচিকিৎসকগণ সুবিধা বুঝিয়া বালক-বালিকাদিগের দোষের সংশোধন চেষ্টা করিলে, সহজেই অনেকটা ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাইতে পারেন। আমার চিকিৎসাধীন রোগীদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, অনেকেই বলিয়াছেন, না আমাদের পিতামাতা এবিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করেন নাই। সকল পরিবার-মধ্যেই চিকিৎসকদ্বারা এই কার্য্য আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

সমাপ্ত।